ইয়াযিদের হাকিকত

হাফিজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন

খতিব, বৃস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ, ইউকে।

ইয়াযিদের হাকিকত

হাফিজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন
খতিব, ব্রিস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ, ইউকে

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়
Abdur Razik
Chairman
Bristol Central Mosque
Owen Street BS5 6AP, UK

ইয়াযিদের হাকিকত

ক প্রকাশক
Abdur Razik
Bristol Central Mosque
Owen Street, Easton, B.S5.6Ap UK.

খ প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮ইং
মুহাররম ১৪৪০ হিজরি, আশ্বিন ১৪২৫ বাংলা

ঘ স্পোন্জ
মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা

ঙ মুদ্রণে
জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

চ স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

ছ দিয়া
ষাট (৬০) টাকা মাত্র

Ezider Hakikot
By- Hafiz Moulana Mufti Mohammad Ekramuddin
Imam, Bristol Central Mosque, UK
Printed by : Jagoron Prokasoni, Anderkilla, Ctg. 01819863576
Price : 60/=, US$: 1

প্রাপ্তিস্থান

U.K

*Bristol Central Mosque
Owen Street, Easton, B.S5.6Ap UK.

চট্টগ্রাম

* মুহাম্মদী কুতুবখানা
* মাকতাবায়ে আত্তারিয়াহ্
* জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া সংলগ্ন লাইব্রেরী সমূহ

ঢাকা

* গাউছুল আজম জামে মসজিদ
  উত্তর শাহ্জাহানপুর, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮৯৩৮৯০৬৬
* কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন লাইব্রেরী সমূহ
  মোহাম্মদপুর, ঢাকা

সিলেট

* সিরাজনগর দরবার শরীফ, শ্রীমঙ্গল
* আরমান হোটেল
  প্রো: মুহাম্মদ আব্দুল আলী, একাসন্তোষ, তারাপাশা
* হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ জিয়াউল হক নাজমুল
  শিক্ষক, গাউছিয়া ছুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা
  দেওরগাছ আমতলী আদর্শবাজার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* মামুন রেজা লাইব্রেরী, ফায়ার সার্ভিস রোড, হবিগঞ্জ

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে সুন্নী লাইব্রেরী সমূহে খোঁজ করুন

প্রচারে

পীরজাদা শেখ আহমদ জাওয়াদ
রহমতাবাদ, চুনারুঘাট

মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন, খাদিজাতুল কোবরা, সাজিদা জান্নাত, মুহাম্মদ উবায়দুল মোস্তফা ইমরান, ফয়জুল মোস্তফা আরমান।
একাসন্তোষ, তারাপাশা, মৌলভীবাজার।

এশিয়া মহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বহুমুখী কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল উস্তাযুল উলামা মুফতিয়ে আ'জম বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান (মা.জি.আ.)এর

দোয়া ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহপাকের অশেষ শোকর। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমাদের জামেয়া আহমদিয়ার প্রাক্তন ছাত্ররা যোগ্যতম আলেম হয়ে আজ দেশ-বিদেশে সুন্নিয়তের খেদমত করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন হলো আমার স্নেহের ছাত্র আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি হাফিজ মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন। সে ইংল্যাণ্ড ব্রিস্টল সেন্ট্রাল মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করছে। সে একজন মোহাক্কিক আলেম, ভালো বক্তা, বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লিখক ও অনুবাদক। বিশেষ করে ইমাম সুয়ুতির গুরুত্বপূর্ণ দুইটি কিতাবের অনুবাদক। মাঝে মধ্যে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে বিশেষ বিশেষ সুন্নি সম্মেলনে অথিতি হিসেবে যোগদান করতঃ সুন্নিয়তের প্রচার প্রসারে মশগুল রয়েছে।

তার লিখিত 'ইয়াযিদের হাক্বিকত' গ্রন্থটি বর্তমান যুগে ইয়াযিদপ্রেমী সালাফিদের বিভ্রান্তির জবাবে বলিষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দোয়া করি আল্লাহপাক যেন তার খেদমতকে কবুল করেন। তার পরিবার পরিজন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ দান করেন। আমিন।

সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
অধ্যক্ষ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
আলীয়া বহুমুখী কামিল মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আঞ্জুমানে ছালেকীনের মহাসচিব, পীরে তরিকত উস্তাযুল উলামা ক্বারীউল কুররা মুনাযিরে আহলে সুন্নাহ মুফাসসিরে কোরআন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী হুজুরের

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

ইয়াযিদের হাকিকত বা আসল পরিচয় তখনই প্রকাশ পেয়েছিল, যখন তার পিতা হযরত আমিরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেছিলেন। আর সে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছিল। নমরূদ, ফেরাউন ক্ষমতা পেয়ে যেমনিভাবে নিজেকে প্রভু দাবি করেছিল, ইয়াযিদ তেমনটি করেনি। কিন্তু ইয়াযিদের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, পাপাচারে সীমালঙ্ঘন, এমনকি নবীবংশের প্রতি তার দুশমনী এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যার ফলশ্রুতিতে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটলো। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করা হলো। পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে হামলা চালালো। কা'বাশরীফের গিলাফ পুড়ালো এমনকি অবস্থাভেদে প্রতীয়মান হয় যে, শিয়ারে ইসলাম এর নাম-নিশানা পর্যন্ত সে রাখতে চাইলো না। কিন্তু আল্লাহপাক তাকে সেই ফুরসত দিলেন না, যখনই কা'বাশরীফের গিলাফ আগুন দিয়ে পুড়ানো হলো তখনই কহরে ইলাহির আগুনে তারও অকাল মৃত্যু হলো। সাড়ে তিন বৎসরের রাজত্ব আর দৌরাত্ম ৩৫ বৎসর বয়সেই স্ব-মূলে নিঃশেষ হলো। ইয়াযিদের এসব জঘন্যতম কর্মকাণ্ডের দরুন কোন কোন উলামায়ে কেরাম তাকে অমুসলিম বা সে আদৌ মুসলিম ছিল কি না সংশয় প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ নিশ্চিত কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

এ পুস্তকে খুব চমৎকাররূপে দলিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ইংল্যাণ্ড প্রবাসী ব্রিস্টল সেন্ট্রাল

মসজিদের খতিব সিরাজনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র, প্রায় ডজনখানেক পুস্তকের লেখক ও অনুবাদক মোহাক্কেক আলেম, আমার স্নেহের মাওলানা হাফিজ ক্বারী মুফতি মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন।

আশা করি বইটি প্রকাশ পাওয়ার পর ইয়াযিদপ্রেমী সালাফিদের লাফালাফি কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে এবং ওদের চোখে-মুখে চুনকালি পড়বে। দোয়া করি আল্লাহপাক যেন লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট পাঠকের জন্য পুস্তকটি নাজাত ও দারাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূ চি প ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের পরিচিতি

১. প্রথম কথা ১৬
২. ইয়াযিদের জন্ম-মৃত্যু ১৬
৩. স্বভাব-চরিত্র ১৭
৪. ইয়াযিদ সম্বন্ধে নবীজির ভবিষ্যতবাণী ১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদ দুঃশাসনের সাড়ে ৩ বছর

১. ইয়াযিদের ক্ষমতা দখল ও কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ২৩
২. শির মোবারকের সাথে ইয়াযিদের বেয়াদবী ২৬
৩. হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা ২৬
৪ ইমাম তাবরানীর বর্ণনা ২৮
৫ ইমাম তাবারীর বর্ণনা ২৯
৬ সিবতু ইবনুল জাওযীর বর্ণনা ৩০
৭ ইবনে হাজার হায়তামীর বর্ণনা ৩১
৮ ইবনুল জাওযীর বর্ণনা ৩২
৯. ইয়াযিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ ৩৪
১০. মদিনাশরীফে সন্ত্রাস ও গণহত্যা ৩৫
১১. মদিনাশরীফের ১০ হাজার লোক হত্যা ৩৯
১২. ১ হাজার কুমারি নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন ৪১
১৩. তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ইকামত বন্ধ ৪২
১৪. মক্কাশরীফে হামলা ৪৬
১৫. কা'বাশরীফের গিলাফে আগুন ৪৭

১৬. ইয়াযিদের অকাল মৃত্যু ৪৯
১৭. কারবালার ঘটনায় নবীজির কষ্ট ৫০
১৮. ইমাম হুসাইনের বিশেষ মর্যাদা ৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের শেষ পরিণতি

১. ইয়াযিদের সীমালঙ্ঘন ৫৫
২. ইয়াযিদের শেষ পরিণতির ব্যাপারে ৩টি অভিমত ৫৫
৩. পর্যালোচনা ৫৬
৪. প্রথম অভিমত– ইয়াযিদ কাফের ৫৬
৫. দ্বিতীয় অভিমত– ইয়াযিদ মুসলিম ফাসিক ফাজির ৫৭
৬. তৃতীয় অভিমত–নীরবতা অবলম্বন (না কাফের না মুসলিম) ৫৯

চুতর্থ পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয কী না ?

১. কারো প্রতি লা'নত প্রদান ৬০
২. ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদানে ৩টি অভিমত ৬০
৩. জায়েয, নাজায়েয, নীরবতা অবলম্বন ৬০-৬৩
৪. লা'নত প্রদানের দুটি দিক ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ৬৩
৫. প্রত্যক্ষ ঃ ইয়াযিদের নাম ধরে লা'নত প্রদান ৬৩
৬. পরোক্ষ ঃ ইয়াযিদের নাম না ধরে লা'নত প্রদান ৬৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের বক্তব্য

১. ইবনে হাজর হায়তামীর বক্তব্য ৬৮
২. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসীর বক্তব্য ৭০

৩. আল্লামা ইবনুল হুমামের বক্তব্য ৭১
৪. ফকিহ্ আলকিয়া আল হারাসীর বক্তব্য ৭২
৫. ইমাম কুরতুবীর বক্তব্য ৭৩
৬. ইমাম যাহাবীর বক্তব্য ৭৪
৭. ইবনুল জাওযীর বক্তব্য ৭৫
৮. আল্লামা কাজী আবু ইয়ালার বক্তব্য ৭৬
৯. ইমাম সুয়ুতির বক্তব্য ৭৭
১০. ইমাম তাফতাযানীর বক্তব্য ৭৭
১১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বক্তব্য ৭৮
১২. উমর বিন আব্দুল আজিজ এর বক্তব্য ৮০
১৩. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখাঁন এর বক্তব্য ৮১
১৪. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর বক্তব্য ৮৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কতিপয় ইয়াযিদপ্রেমী সালাফীদের বক্তব্য ও জবাব

১. আমান উল্লাহ্ সালাফীর বক্তব্য ও জবাব ৮৮
২. আব্দুর রাজ্জাক সালাফীর বক্তব্য ৯১
৩. মুযাফফর বিন মুহসিন সালাফির বক্তব্য ৯২
৪. আকরামুজ্জামান সালাফীর বক্তব্য ৯৫
৫. শেষকথা ৯৭
তথ্যসূত্র ৯৮

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখক পরিচিতি

হাফিজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলাধীন রাজনগর থানার অন্তর্গত চাটিগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কুরবান আলী ও মাতার নাম নূরজাহান বেগম। তাঁর পিতা অত্যন্ত ধার্মিক ও আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিলেন। ছোটবেলাতেই নিয়ত করেন ছেলেকে হাফিজী পড়ানোর জন্য। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাঁকে মেলাগড় হাফেজি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। অবশেষে ১৯৯০ সনে শমসেরনগর দারুস সুন্নাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে তিনি হাফেজি পাশ করেন।

অতঃপর তিনি ঐতিহ্যবাহী সিরাজনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মেধা ও চরিত্রের মাধুর্যতার জন্য অতি অল্পদিনেই তিনি মাদ্রাসার আসাতিযায়ে কেরামদের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপন করেন। ১৯৯২ সনে ৮ম শ্রেণিতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি মৌলভীবাজার জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত কেরাত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনি থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে প্রথম স্থান এবং জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৯৫ সনে ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করেন এবং ১৯৯৭ সনে প্রথম বিভাগে আলিম পাশ করেন।

অতঃপর তিনি চলে যান চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসায়। সেখান থেকে তিনি যথাক্রমে ১৯৯৯ সনে ফাজিল ২০০১ সনে কামিল হাদিস ও ২০০৩ সনে কামিল ফিকাহ প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে

তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে আরবি ভাষার উপর 'ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ' ডিগ্রি লাভ করেন।

মাওলানা ইকরাম উদ্দিন সাহেব 'দারুল ইহসান ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, চট্টগ্রামে ২০০২ সালে আরবি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে 'বৃস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ ইউকে'তে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পেয়ে ব্রিটেন চলে যান। অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং সাথে সাথে সুন্নিয়তের খেদমত করে যাচ্ছেন। বিগত ২৪/১২/১৬ইং তারিখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ০৪/১২/১৭ইং হযরত শাহজালাল উলামা পরিষদ ফ্রান্সের আমন্ত্রণে প্রধান অথিতি হিসেবে তিনি বিভিন্ন সুন্নি সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শের উপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। অতঃপর কয়েকদিনের সফর শেষে লণ্ডন ফিরে আসেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ১. মু'জিজাতুল কোরআন, ২. বিশ্বনবীর অনন্য বৈশিষ্ট্য (অনুবাদ), ৩. শাফিউল মুজনিবীন। ৪. বিভ্রান্তির অবসান। ৫. মাসালিকুল হুনাফা ফি ওয়ালিদাইল মোস্তফা (অনুবাদ)। ৬. উচ্চ কণ্ঠে যিকির করার শরয়ী বিধান। (অনুবাদ) ৭. ছাক্বিয়ে কাউছার। ৮. সালাফিদের জবাবে কালিমায়ে তাইয়্যিবা। ৯. ইয়াযিদের হাকিকত।

দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে নবীজীর একজন কলমসৈনিক হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

সংকলনে

মাওলানা হোসাইন আহমদ

সহকারী শিক্ষক, সাউথ পয়েন্ট স্কুল এণ্ড কলেজ

নাসিরাবাদ আ/এ, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على رسوله الكريم

وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين

আজ এমন একটি সময় 'ইয়াযিদের হাক্বিকত' বইটি লিখতে যাচ্ছি যখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপিড়িত। ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন স্বার্থন্বেষী মহল তৈরি করছে উগ্র সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, আইএসবাদ ইত্যাদি। যার কারণে শান্তির ধর্ম ইসলাম আজ চরমভাবে উপেক্ষিত। ওহাবিবাদ, মওদুদিবাদসহ পুরাতন বাতিল মতবাদগুলোর সাথে নতুন করে আবির্ভাব হয়েছে সালাফিবাদ নামে আরেকটি উগ্র মতবাদ। যারা মুসলিম সমাজে ছড়াচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসবাদ।

এ সমস্ত সালাফিদের বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক মতবাদের মধ্যে একটি হল এজিদী মতবাদ। তারা আজ এজিদ বন্দনায় পঞ্চমুখ। এমনকি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে এজিদের প্রশংসা করছে। এজিদ নাকি অনেক বড় তাবেয়ি। সে নাকি ক্ষমাপ্রাপ্ত। কারবালা হত্যাকাণ্ডে তার হাত ছিল না। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নাকি এজিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এমনি তারা স্বীয় প্রেমিককে ভেজাঁ বিড়াল সাজাতে গিয়ে মিথ্যা হাদিস রচনা করতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

অথচ এজিদের ইতিহাস বড় লজ্জাজনক ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায়। কিন্তু আজ এ সমস্ত এজিদ প্রেমিদের বাড়াবাড়ির কারণে এ ব্যাপারে কলম ধরতে হচ্ছে। তাদের বক্তব্যগুলো আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত মনগড়া বক্তব্যের কারণে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ মারাত্মকভাবে

বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই আমি অধম উক্ত পুস্তকটি লিখার প্রয়াস পাই।

আমি উক্ত পুস্তকে দলিল আদিল্লাসহ প্রমাণ করেছি যে, এজিদ ছিল ফাসিক, ফাজির, মদখোর, জুয়াখোর এবং বেনামাযি। কোন কোন উলামাগণ তাকে কাফির পর্যন্ত বলেছেন। এজিদই ছিল কারবালার হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক। এ সেই নরাধম যে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে উল্লাস করেছে। তার নির্দেশেই মদিনাশরীফে সন্ত্রাস, হত্যা, লুঠতরাজ হয়েছে। একহাজার মহিলা হারিয়েছে তাদের ইজ্জত। তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান, ইকামত বন্ধ ছিল। তার হুকুমেই কাবাশরীফে হামলা হয়েছে। আশা করি বইটি পাঠ করে সর্বস্তরের মুসলমানগণ উপকৃত হবেন।

বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমি যার নিকট সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক উস্তাযুল উলামা পীরে তরিকত হযরতুল আল্লামা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী। তিনি বইটির আদ্যোপান্ত দেখে বিশেষ করে আরবি ইবারতগুলো যাচাই বাছাই করে বইটির গুণগত মান বৃদ্ধি করেছেন। আল্লাহ যেন তাঁর ইলমে, হায়াতে বরকত দান করেন।

অতঃপর প্রাণখোলে দোয়া করছি বৃস্টল সেন্ট্রাল মসজিদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রাজিক সাহেবের জন্য। যার আর্থিক সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই বৃস্টল সেন্ট্রাল মসজিদের কমিটিবৃন্দকে বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শফিক চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মাসুক মিয়া ও ট্রাস্টি জনাব আমিরুল আলম ও জনাব দিলদার মিয়া তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ এ মসজিদটি সুন্নিয়তের মারকায হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ যেন

তাদেরকে আরো বেশি বেশি মসজিদের খেদমত করার তৌফিক দান করেন।

হে আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র খিদমতটুকু আমার শ্রদ্ধেয় আম্মা ও মরহুম আব্বার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন।

পরিশেষে পাঠকবর্গের নিকট আরজ যদি কোথাও কোন অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইংশাআল্লাহ। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন সুন্নিয়ত প্রচারে আমার কলম চালিয়ে যেতে পারি।
আমিন।

মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন
খতিব, ব্রিস্টল সেন্ট্রাল মসজিদ
ইউকে।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদ পরিচিতি

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين – والصلوة والسلام على سيد المرسلين- وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين - اما بعد

১. প্রথম কথা

কাতিবে ওহি জলিল কদর সাহাবি হযরত আমিরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের নব রূপকার। যার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সন্ধির মাধ্যমে খেলাফতের মসনদ ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহর কুদরত হেকমত বুঝা বড় দায়। সেই জান্নাতি বুযুর্গ আকাবির সাহাবি হযরত আমিরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঔরসেই জন্ম নিল এক নরাধম পাপিষ্ট ইয়াযিদ।

বিশ্ব বরেণ্য উলামায়ে কেরাম তাদের স্বরচিত কিতাবসমূহে ইয়াযিদের হাকিকত বা আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে যে, ইয়াযিদ ছিল একজন মুসলিম নামধারী ফাসিক, ফাজির, দুষ্ট, লম্পট, চরিত্রহীন, নির্দয় ও পাষাণ প্রকৃতির লোক। সে ছিল একজন স্বৈরশাসক, নবীবংশের পরম শত্রু। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার মূল নায়ক। কোন কোন উলামায়ে কেরাম তাকে কাফের ও মুনাফিক বলেও উল্লেখ করেছেন।

২. ইয়াযিদের জন্ম-মৃত্যু

ইয়াযিদের জন্মতারিখ সম্বন্ধে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থে বলেছেন–

ولد يزيد بن معاوية سنة خمس اوست وعشرين

অর্থ: ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া হিজরি ২৫ অথবা ২৬ সনে জন্মগ্রহণ করে। আর মৃত্যু প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে কাছির البداية والنهاية গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

ان يزيد قدمات لاربع عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة اربع وستين– وهو ابن خمس او ثمان وثلاثين سنة فكانت ولايته ثلاث سنين وستة اشهر فحينئذ خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة–

অর্থ: এজিদ ৬৪ হিজরি সনের ১৪ই রবিউল আউয়াল তারিখে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বছর অথবা ৩৮ বছর। তার দুঃশাসন ছিল ৩ বছর ৬ মাস। তার মৃত্যুর পরেই যুদ্ধ বিগ্রহ ফিতনা-ফাসাদ অবসান ঘটে। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া– ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

৩. স্বভাব চরিত্র

আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্তিকালের পর ৬০ হিজরিতে সে ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর ৬৪ হিজরিতে তার অকাল মৃত্যু হয়। তার শাসনকাল ছিল মাত্র ৩ বছর ৬ মাস। কিন্তু এ সামান্য সময়ের শাসনকাল পুরোটাই ছিল যুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচারে ভরপুর। ক্ষমতা দখলের পূর্বেও সে ছিল একজন বদচরিত্রের অধিকারী।

যেমন হাফিজ ইবনে কাছির বলেন–

واما قبل ولاية المسلمين– فقد قضاها باللهو واللعب والعبث

অর্থ: ক্ষমতা দখলের পূর্বেও সে খেল-তামাশা, ঠাট্টা, মশকারি ও অহেতুক কাজে লিপ্ত থাকতো। (বেদায়া- ৮/২২৬)

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি বলেন-

انه رجل ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلات

অর্থ: ইয়াযিদ ছিল এমন ব্যক্তি যে উম্মে ওলদ তথা মাতা, কন্যা ও বোনদেরকে বিবাহ করত। সে ছিল মদ্যপায়ী এবং নামাযের ধারধারি ছিল না। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৬)

আররাদ্দু আলাল মুতাআসসিব কিতাবের ৬৪ পৃষ্ঠা আছে-

يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب-

সে মদপান করে বাদ্যযন্ত্র বাজায়, কুকুরের সাথে খেলা করে।

আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৮/২১৬ পৃষ্ঠায় আছে-

والله انه ليشرب الخمر انه ليسكر حتى يدع الصلاة

আল্লাহর কসম! সে মদপান করতো এবং নেশাগ্রস্থ থাকতো, এমনিভাবে নামাযের ওয়াক্ত চলে যেত।

৪. ইয়াযিদ সম্বন্ধে নবীজির ভবিষ্যতবাণী

রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াযিদ সম্বন্ধে পূর্বেই ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন। তার চরিত্র, দুষ্কর্ম, এমনকী তার বংশ পরিচয় সবকিছুই নবীজি বর্ণনা করে গেছেন। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলমেগায়েব সংক্রান্ত একটি বড় মো'জেযা।

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন-

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ» فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ، وَبَنِي فُلَانٍ، لَفَعَلْتُ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- কুরাইশদের কিছু যুবকদের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে। তখন মারওয়ান বললেন- এ সমস্ত যুবকদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি যদি চাই তাহলে বলতে পারব তারা ওমুকের পুত্র ওমুক। (বুখারি হাদিস নং ৭০৫৮, মুসলিম হাদিস কিতাবুল ফিতান)

উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি التذكرة গ্রন্থে বলেন-

قال بعد ذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم من هلاك هذه الامة على يدى غلمة من قريش- وكأنهم والله أعلم يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية، فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيهم، وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها-

অর্থ: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস 'কুরাইশদের কিছু যুবকদের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।' এই হাদিস উল্লেখ করার পর ইমাম কুরতুবি বলেন- উক্ত হাদিসে ইঙ্গিত পূর্ণ ব্যক্তিগণ হলেন এজিদ, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং

বনী উমাইয়ার ঐ সমস্ত যুবকগণ যারা এদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তারা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বাইতদেরকে হত্যা ও কয়েদি করেছিল। তাছাড়া তারা মদিনাশরীফ ও মক্কাশরীফের বুযুর্গ আনসার ও মুহাজিরদেরকে হত্যা করেছিল। (আত তাযকিরাহ ২/৬৪৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

وأولهم يزيد عَلَيْهِ مَا يستحق وَكَانَ غَالبا ينْزع الشُّيُوخ من إِمَارَة الْبلدَان الْكبَار ويوليها الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبه

অর্থ: যুবক শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হল এজিদ এবং সেই উক্ত হাদিসের ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজিদই বিভিন্ন বড় বড় শহরের বয়স্ক গভর্ণরদেরকে অপসারণ করে তদস্থলে স্বগোত্রীয় যুবকদের নিয়োগ করে। (উমদাতুল ক্বারী– ১২/১০০)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রহমত উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدُ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَة: " رَأْسُ السِّتِّينَ , وَإِمَارَة الصِّبْيَان " فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَان الْكِبَار ,وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبه.

অর্থ: নিশ্চয় এজিদই হল সর্বপ্রথম যুবক শাসক। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য ইহাই প্রমাণ করে। তিনি অন্য হাদিসে ৬০ হিজরির শুরু এবং যুবক শাসন কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ এজিদই সর্বপ্রথম বিভিন্ন শহরের বয়স্ক শাসকদের বরখাস্ত করে তদস্থলে তার স্বগোত্রীয় যুবকতের নিযুক্ত করে। (ফাতহুল বারী ১৩/০৩)

হাফিজ ইবনে হজার আসকালানী আলাইহির রহমত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো ২টি হাদিস বর্ণনা করেছেন–

أَخْرَجَهُ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَد وبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ أَعُوذُ بِاللَّه مِنْ إِمَارَة الصِّبْيَان قَالُوا وَمَا إِمَارَة الصّبيان قَالَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ هَلَكْتُمْ أَيْ فِي دِينِكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُم

অর্থ: আলী ইবনে মাবাদ এবং ইবনে আবি শাইবা ভিন্ন সনদে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফুসূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করতেন 'আমি যুবক শাসকদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। লোকজন বললেন– যুবক শাসন কি? তিনি বললেন– যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দিবে। আর যদি অমান্য কর তাহলে তোমাদেরকে হত্যা করবে। (ফাতহুল বারি– ১৩/১২)

وَفِي رِوَايَة بن أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَمْشِي فِي السُّوق وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي سَنَةُ سِتِّينَ وَلَا إِمَارَةُ الصِّبْيَان

অর্থ: ইবনে আবি শাইবা অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বাজারে যেতেন তখন দোয়া করতেন। হে আল্লাহ আমাকে ৬০ হিজরি পর্যন্ত এবং যুবকদের শাসন পর্যন্ত হায়াত দিও না।

অতঃপর হাফিজ ইবনে হজার আসকালানী বলেন–

وفى هذا اشارة الى ان اول الاغيلمة كان فى سنة ستين وهو كذالك– فان يزيد بن معاوية استخلف فيها و وبقى الى سنة اربع وستين فمات ثم ولى ولده معاوية ومات بعد اشهر–

অর্থ: এ হাদিসগুলো ইঙ্গিত করে যে, ৬০ হিজরিতেই যুবক শাসন শুরু হয়েছে। বাস্তবিকও তাই হয়েছিল। কেননা এসময়েই এজিদ বিন মুয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করেছিল। তার সময়কাল ছিল ৬৪ হিজরি. পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুয়াবিয়াকে মনোনীত করা হয় কয়েকমাস পরে সেও মৃত্যুবরণ করে। (ফাতহুল বারি- ১৩/১২)

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থে বলেন-

وأخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ. قال قال رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذه الْأُمَّة قَائمًا بِالْقسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلَمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ

অর্থ আবু ই'য়ালা স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উবায়দা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতগণ ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না উমাইয়া গোত্রের এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তা ধ্বংস করবে। তাকে বলা হবে এজিদ। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৬ পৃষ্ঠা)

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদ দুঃশাসনের সাড়ে ৩ বছর

১. ইয়াযিদের ক্ষমতা দখল ও কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা

আল্লাহ্তা'য়ালা নরাধম এজিদকে দীর্ঘ হায়াত দান করেননি। তার দুঃশাসন ছিল মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু এ সামান্য সময়ে সে যে সমস্ত দুষ্কর্ম, যুলুম, নির্যাতন করেছে নিঃসন্দেহে তা লা'নত পাবার যোগ্য।

যে সমস্ত কারণে উলামায়ে কেরামগণ ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয বলেছেন তার প্রধান কারণ হল, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করা, তার মস্তক মোবারকের সাথে বেয়াদবি, নবী পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি। আর এ সবগুলোই হয়েছিল ইয়াযিদের সরাসরি নির্দেশ মোতাবেক।

আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্তেকালের পর ইয়াযিদ জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে মক্কা মদিনাসহ সকল শহরে তার অনুগত লোকদেরকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করে এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করতে সবাইকে নির্দেশ প্রদান করে। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এজিদের হাতে বাইআত করতে অস্বীকার করাই ছিল কারবালার ঘটনার মূল কারণ। যেমন আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

فلما مات معاوية كان يزيد غائبا- فقدم فبويع له- فكتب الى الوليد بن عتبة واليه على المدينة- خذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى

يبايعوا– فبعث الوليد الى مروان حتى دعاه واستشاره فقال ارى ان تبعث الساعة الى هؤلاء النفر فتدعوهم الى البيعت فان فعلوا والاضربت اعناقهم–

অর্থ: মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্তেকালের সময় ইয়াযিদ অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে সে আগমন করে নিজের হাতে বাইআত করার নির্দেশ প্রদান করে। অতঃপর সে মদিনাশরীফের গভর্ণর ওয়ালিদ বিন উতবাহর নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করে যে, তুমি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছ থেকে জোরপূর্বক বাইআত গ্রহণ কর। তারা বাইআত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ছাড় দেয়া যাবে না। অতঃপর ওয়ালিদ মারওয়ানকে ডেকে এনে তার সাথে পরামর্শ করে বলল– তুমি এই মুহূর্তে তাদের কাছে যাও এবং বল বাইআত গ্রহণ করতে। যদি তারা বাইআত গ্রহণ করে তবে ভাল কথা। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তাদের গর্দান উড়িয়ে দাও।

অতঃপর ইবনে জাওযী আরো উল্লেখ করেছেন–

ما وقع منه من الاجتراء على الذرية الطاهرة– كا لامر بقتل الحسين وماجرى مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لذكره السمع–

অর্থ: এজিদ আওলাদে রাসূলগণের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে যেমন– ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ, তাছাড়া অন্যান্য অত্যাচার, যুলুম এমন পর্যায়ের ছিল যে, যা শুনলে শরীর শিহরিত হয়ে উঠে এবং শ্রবণশক্তি বধির হয়ে যায়।

এমনিভাবে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন–

وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم، فخرج من مكة إلى العراق في عشر ذي الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالًا ونساء وصبيانًا، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله

অর্থ: ইরাকবাসী ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে অসংখ্য দূত মারফত পত্রাদি প্রেরণ করে তাঁকে সেখানে আসতে আহ্বান করে। অতঃপর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জিলহজ্বের ১০ তারিখ মক্কাশরীফ থেকে ইরাক পথে রওয়ানা দেন। তার সাথে ছিলেন পরিবারের কিছু পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ। তখন এজিদ ইরাকের গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে পত্র মারফত নির্দেশ দেয় হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করার জন্য।

অতঃপর ইমাম সুয়ুতি বলেন–

ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضًا، وكان قتله يوم عاشوراء، وكسفت الشمس ذلك اليوم، واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله، ثم لازالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك اليوم ولم تكن ترى فيها قبلها.

অর্থ: ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শহিদ হন তখন পৃথিবী ৭ দিন পর্যন্ত স্থবির হয়ে পড়েছিল। সূর্য তার কক্ষপথে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল, তারকারাজি একটা অন্যটার সাথে টক্কর লেগেছিল। সে দিনটা ছিল আশুরার দিন। সেদিন সূর্য গ্রহণ

হয়েছিল। এ ঘটনার পর ছয়মাস পর্যন্ত আসমানের কিনারাসমূহ লালবর্ণ ধারণ করেছিল। এর পরে এই লালিমা প্রায় সময় দেখা যেত। কিন্তু এর পূর্বে এই লালিমা কখনো দেখা যায়নি।

২. শির মোবারকের সাথে ইয়াযিদের বেয়াদবি

আমি ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, এজিদের নির্দেশেই কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং এজন্য এজিদই দায়ি। এখন আমি প্রমাণ করব ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক দামেস্কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এজিদ পবিত্র মস্তক মোবারকের সাথে বেয়াদবি করেছিল। কারণ বর্তমানে কিছু এজিদ প্রেমিকগণ এজিদকে হেফাযত করতে গিয়ে মিথ্যাচার করছেন যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক নাকি এজিদের দরবারে প্রেরণ করা হয়নি। তাহলে আসুন আমরা প্রমাণ দেখি।

৩. হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা

আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির البداية والنهاية গ্রন্থে ১১/৫৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–

عن مجاهد قال، لما جئ برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد تمثل بهذه الابيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا–

অর্থ: হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক যখন আনা হল, অতঃপর এজিদের সামনে রাখা হল তখন এজিদ নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে লাগল–

'হায়! আজ যদি বদরে নিহত আমার মুরুব্বিগণ এ অবস্থা দেখত তাহলে তারা খুশি হয়ে যেত।

অতঃপর ইবনে কাছির বলেন–

وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل سيره ابن زياد من الكوفة إلى الشام إلى يزيد بالشام أم لا، على قولين، والاول اشبه، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فالله أعلم–

অর্থ: এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক রয়েছে যে, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক ইবনে যিয়াদ কুফা থেকে শামে এজিদের কাছে প্রেরণ করেছিল কি না? এ প্রসঙ্গে দুটি মতের মধ্যে প্রথমটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। (অর্থাৎ প্রেরণ করেছিল) এ ব্যাপারে অনেক দলিল বিদ্যামান। আল্লাহ ভাল জানেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইবনে কাছির বলেন–

عن القاسم بن بخيث، قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره، ثم قال: إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام المري: يفلقن هاما من رجال أعزة * علينا وهم كانوا أعق وأظلما فقال له أبو برزة الاسلمي: أما والله لقد أخذ قضيبك هذا مأخذا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشفه، ثم قال: ألا إن هذا سيجئ يوم القيامة وشفيعه محمد، وتجئ وشفيعك ابن زياد.ثم قام فولى.

অর্থ: কাসিম বিন বুখাইস বর্ণনা করেন, যখন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক এজিদের সামনে রাখা হল তখন সে তার হাতের লাঠি দ্বারা দাঁত মোবারকের মধ্যে আঘাত

করতে লাগল। অতঃপর সে ইমাম হোসাইন বিন হুমাম আল মুররির কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

"তরবারিগুলি এই সমস্ত লোকদের গর্দান উড়িয়ে দিল, যারা আমাদের উপর বিজয়ী ছিল। তারা ছিল নাফরমান ও জালিম।"

তখন আবু বারযাহ তাকে বললেন– আল্লাহর শাপথ, তুমি এমন জায়গায় তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে অথচ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে চুমু খেয়েছেন।

অতঃপর আবু বারযাহ বললেন– ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কিয়ামতের দিন যখন আসবেন তখন তাঁর সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনে যিয়াদ। এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

৪. ইমাম তাবরানীর বর্ণনা

ইমাম তাবরানী 'আল মু'জামুল কাবির গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

عن مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْكُوفَةِ سَاخِطًا لِوِلَايَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ وَالِيهِ عَلَى الْعِرَاقِ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ حُسَيْنًا قَدْ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ، وَقَدِ ابْتُلِيَ بِهِ زَمَانُكَ مِنْ بَيْنِ الْأَزْمَانِ، وَبَلَدُكَ مِنْ بَيْنِ الْبُلْدَانِ، وابْتُلِيتَ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْعُمَّالِ، وَعِنْدَهَا يُعْتَقُ أَوْ يَعُودُ عَبْدًا كَمَا يُعْتَبَدُ الْعَبِيدُ ". فَقَتَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُمَامِ:

অর্থ: মুহাম্মদ বিন দাহহাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে তিনি বলেন– ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এজিদের বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করে কুফার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এজিদ ইরাকের গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে পত্র লিখল আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। অথচ, যামানা, শহর, প্রভু-ভৃত্য সবকিছুই ফিতনা, যামানা কাউকে মুক্তি দেয় আবার কাউকে দাসত্বে পরিণত করে।

অতঃপর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে শহিদ করে শির মোবারক এজিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যখন এজিদের সামনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক রাখা হল তখন সে হোসাইন বিন হুমাম এর কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। (আল মু'জামুল কবির হাদিস নং ২৮৪৬)

এই হাদিসখানা হাফিজ নুরুদ্দিন আল হায়সামী مجمع الزوائد গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন– হাদিস নং ১৫১৩৭।

৫. ইমাম তাবারীর বর্ণনা

ইমাম আবু জাফর আত তাবারী স্বীয় তারিখুত তাবারী গ্রন্থে ৫ম খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–

ثُمَّ أذن لِلنَّاسِ فدخلوا والرأس بين يديه، ومع يَزِيد قضيب فهو ينكت بِهِ فِي ثغره، ثُمَّ قَالَ: إن هَذَا وإيانا كما قَالَ الحصين بن الحمام المري:

يفلقن هاما من رجال أعزة . علينا وهم كَانُوا أعق وأظلما

فقَالَ: ابو برزة الأسلمي: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين

اما لربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشفه اما انك يايزيد تجيئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك وتجيئ هذا يوم القمامة ومحمد شفيعه ثم قام فولى-

অর্থ: ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক এজিদের সামনে রেখে মানুষদেরকে অনুমতি প্রদান করা হল। অতঃপর লোকজন প্রবেশ করল। তখন এজিদের হাতে একটি লাঠি ছিল। সে উক্ত লাঠি দ্বারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাঁত মোবারকে আঘাত করতে লাগল এবং হোসাইন বিন হাম্মাম আল মুররির কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

'তরবারি গুলো এই সমস্ত লোকদের গর্দান উড়িয়ে দিল'

যারা আমাদের উপর বিজয়ী ছিল। তারা ছিল নাফরমান ও যালিম।

তখন আবু বারযাহ আল আসলামী নামক সাহাবি সেখানে উপস্তিত ছিলেন। তিনি বললেন- তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাঁত মোবারকে আঘাত করছ। অথচ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে চুমু খেয়েছেন।

হে এজিদ কিয়ামতের দিন যখন তুমি আসবে তখন তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনে যিয়াদ। আর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাফায়াতকারী হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

৬. সিবতু ইবনুল জাওযীর বর্ণনা

আল্লামা সিবতু ইবনুল জাওযী تذكرة الخواص গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

واما المشهور عن يزيد فى جميع الروايات انه لما حضر الرأس بين يديه جمع اهل الشام وجعل ينكت عليه بالخيزران ويقول ابيات ابن الزبعرى-

ليت اشياخى ببدر شهدوا- وقعة الخزرج من وقع الاسل-

অর্থ: এজিদের ব্যাপারে সবগুলো বর্ণনা যাচাই বাছাই করার পর প্রসিদ্ধ মত হল যে, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক শামে পৌঁছার পর যখন এজিদের সামনে রাখা হল তখন সে শাম বাসীদের একত্রিত করল। অতঃপর তার হাতের লাঠি দ্বারা শির মোবারকের উপর আঘাত করতে লাগল। এবং ইবনে যুবারীর কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

'হায় বদরে নিহত আমার মুরুব্বিগণ যদি এ অবস্থা দেখত। খাযরাজ গোত্রের তলওয়ার গুলো আজ আক্রমন করছে। (তাযকিরাতুল খাওয়াস ২৬১)

৭. ইবনে হাজার হায়তামীর বর্ণনা

আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী الصواعق المحرقة গ্রন্থে ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন-

وَلما أنزل ابْن زِيَاد رَأس الْحُسَيْن وَأَصْحَابه جهزها مَعَ سَبَايَا آل الْحُسَيْن إِلَى يزِيد فَلَمَّا وصلت إِلَيْهِ قيل إِنَّه ترحم عَلَيْهِ وتنكر لِابْنِ زِيَاد وَأرْسل برَأْسِهِ وَبَقِيَّة بنيه إِلَى الْمَدِينَة

وَقَالَ سبط ابْن الْجَوْزِيّ وَغَيره الْمَشْهُور أَنه جمع أهل الشَّام وجعل ينكت الرأس بالخيزران-

অর্থ: যখন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য শহিদদের শির মোবারকগুলো ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছল তখন সে হোসাইন পরিবার বন্দিদের সাথে শিরগুলো এজিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন এই কাফেলা এজিদের নিকট পৌঁছল তখন কেউ বলেছেন এজিদ তাদের প্রতি রহম করেছে এবং ইবনে যিয়াদকে অপছন্দ করেছে এবং শির মোবারকসহ বন্দিদেরকে মদিনায় প্রেরণ করেছে। কিন্তু সিবতু ইবনুল জাওযীসহ অন্যান্য উলামাগণ বলেছেন- এ ব্যাপারে মশহুর কথা হল এজিদ শামবাসীদেরকে একত্রিত করে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে।

৮. ইবনুল জাওযীর বর্ণনা

আল্লামা ইবনুল জাওযী الرد على المتعصب গ্রন্থে ৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

فلما وصلت الرؤوس الى يزيد- جلس ودعا باشراف اهل الشام فاجلسهم حوله ثم وضع الرس بين يديه وجعل ينكت بالقضيب على فيه ويقول-

يفلقن هاما من رجال اعزة- علينا وهم كانوا اعق واظلما

অর্থ: যখন শহিদগণের মস্তকগুলো এজিদের কাছে পৌঁছল তখন সে পাশে বসল এবং শামের উচ্চপদস্থ লোকদেরকে সমবেত করে একসাথে বসাল। অতঃপর ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক তার সামনে রাখা হল। তখন এজিদ লাঠি দ্বারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চেহারা মোবারকে আঘাত করতে লাগল এবং কবিতা বলতে লাগল।

'এমন লোকদের গর্দান দেয়া হয়েছে যারা আমাদের উপর মর্যাদাশীল ছিল। তারা ছিল চরম নাফরমান ও যালিম।

অতঃপর ইবনুল জাওযী ইবনু আবিদ দুনইয়া এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

عن زيد بن ارقم قال كنت عند يزيد بن معاوية- فاتى برأس الحسين- فجعل ينكت بالخيزران على شفتيه- وهو يقول نفلقن هاما الى اخره-

অর্থ: হযরত যায়দ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি এজিদ বিন মুয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক সেখানে আনয়ন করা হল। তখন ইয়াযিদ লাঠি দ্বারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু এর ঠোঁটদ্বয়ে আঘাত করতে লাগল এবং কবিতা বলতে লাগল। (প্রাগুক্ত ৫৮)

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন-

قلت ليس العجب من فعل عمروبن سعد- وعبيد الله بن زياد وانما العجب من حذلان يزيد وضربه بالقضيب على ثنية الحسين-

অর্থ: আমি বলব আমর বিন সায়াদ এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ যা করেছে তা কোন আশ্চয্য ব্যাপার নয়। বরং আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো ইয়াযিদকর্তৃক ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাঁত মোবারকে আঘাত করা এবং দুর্ব্যবহার করা। (প্রাগুক্ত- ৬৩)

৯. ইয়াযিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ

কারবালার গণহত্যার খবর যখন মদিনাশরীফে পৌঁছে তখন মদিনাবাসীগণ এজিদের বাইআতকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ইমাম ইবনুল জাওযী স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেন–

ولما دخلت سنة اثنتين وستين ولى يزيد عثمان بن محمد بن ابى سفيان المدينة فبعث الى يزيد وفدا من المدينة–

فلما رجع الوفد اظهروا شتم يزيد بالمدينة– وقالوا قدمنا من عند رجل ليس له دين– يشرب الخمر– ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب وانا نشهدكم انا قد خلعناه–

অর্থ: ৬২ হিজরির শুরুতে এজিদ উসমান বিন মুহাম্মদ বিন আবু সুফিয়ানকে মদিনাশরীফের গভর্ণর নিযুক্ত করল। সে মদিনাশরীফ থেকে একদল প্রতিনিধি এজিদের কাছে প্রেরণ করল। উক্ত প্রতিনিধি দল মদিনাশরীফ প্রত্যাবর্তন করে এজিদের বাস্তব চরিত্র তুলে ধরল। তারা বলল আমরা এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যার কোন ধর্ম নেই। সে মদ পান করে, বাদ্যযন্ত্র বাঁজায়, কুকুরের সাথে খেলা করে। আমরা সবাইকে স্বাক্ষী রেখে বলছি আমরা তার বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করলাম। (আর রাদ্দু আলাল মুতায়াসসিব- ৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে কাছির বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ৮ম ২১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وقال المنذر بن الزبير– اما والله لقد اجازنى بمأة الف درهم وانه لايمنعنى ما صنع الى ان اصدقكم– والله انه ليشرب الخمر– وانه ليسكر حتى يدع الصلاة–

অর্থ: মুনযির ইবনে যুবাইর বলেন– আল্লাহর শপথ, এজিদ আমাকে এক লক্ষ দিরহাম উপহার দিয়েছে। কিন্তু এই উপহার ও আমাকে সত্য বলতে বাঁধা দিবে না। আল্লাহর কসম, সে মদপান করত। এবং নেশাগ্রস্থ থাকত এমনিভাবে নামাযের ওয়াক্ত চলে যেত।

অতঃপর মদিনাবাসীগণ আব্দুল্লাহ বিন হানযালার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের কর্মচারী উসমান বিন মুহাম্মদকে বহিস্কার করেন।

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত বর্ণনা করেন–

وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي وأخرج الواقد من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن يرمى بالحجارة من السماء إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة.

অর্থ: মদিনাবাসীর বিদ্রোহের কারণ হল ইয়াযিদ অশ্লীল কাজে সীমালঙ্ঘন করেছিল। যেমন–ওয়াকীদী বর্ণনা করেন– আব্দুল্লাহ বিন হানযালা ইবনুল গাসিল বলেছেন– আল্লাহর শপথ আমরা এজিদের বিরুদ্ধে তখনই বিদ্রোহ করেছি যখন আমাদের ভয় হয়েছে যে, আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। কারণ সে ছিল এমন ব্যক্তি যে উম্মে ওলদ তথা মা, মেয়ে এবং বোনদেরকে বিবাহ বৈধ করেছিল। সে ছিল মদ্যপায়ী এবং বেনামাযী। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৬)

১০. মদিনাশরীফে সন্ত্রাস ও গণহত্যা

ইয়াযিদের লা'নত পাবার যোগ্য দুঃষ্কর্ম সমূহের দ্বিতীয় অধ্যায় হল মদিনাশরীফে আক্রমন। এজিদী বাহিনী মদিনাশরীফে হামলা করে

সন্ত্রাস কায়েম করে। তিন দিনের জন্য সকল লুঠতরাজ মুবাহ ঘোষণা করে। তারা অসংখ্য আনসার মুহাজিরদেরকে শহীদ করে। অসংখ্য মা বোনদেরকে ইজ্জত লুণ্ঠন করে। তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ইকামত বন্ধ ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাশরীফকে হারাম ঘোষণা করে এর জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু এজিদ বাহিনীর হাত থেকে সে পবিত্র ভূমিও রক্ষা পায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عن السائب بن خلاد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি মদিনাবাসীকে যুলম করবে, ভয় দেখাবে, আল্লাহ তাকে ভয় দেখাবেন। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং ফিরিস্তাদের লা'নত এবং সকল মানুষের লা'নত। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কোন আমল গ্রহণ করবেন না। (মুসনাদে আহমদ ৪/৫৫)

عن سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ، إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ المِلْحُ فِي المَاءِ»

অর্থ: হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে সে এমনভাবে ধ্বংশ হবে যেমনভাবে লবণ পানিতে মিশে নিঃশেষ হয়ে যায়। (বুখারিশরীফ হাদিস নং ১৮৭৭)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِهَا هَذِهِ الْبَلْدَةَ بِسُوءٍ – يَعْنِي الْمَدِينَةَ – أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর সাথে মন্দ আচরণের ইচ্ছা করবে আল্লাহ তাকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দিবেন যেমন লবণ পানিতে মিশে নিঃশেষ হয়ে যায়। (মুসলিমশরীফ হাদিস নং– ১৩৮৬)

এবার দেখুন মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে এজিদী বাহিনীর তাণ্ডব। মদিনাবাসীর বিদ্রোহের খবর যখন এজিদের কাছে পৌঁছল তখন সে মুশরিফ বিন উকবার নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী সেখানে প্রেরণ করল। বাকী বর্ণনাগুলো আসুন আমরা ইবনুল জাওযীর বর্ণনা থেকে দেখি–

فلما بلغ الخبر الى يزيد– فبعث الى مسلم بن عقبة– وقال– ادع القوم ثلاثا فان اجابوك– والا فقاتلهم– فاذا ظهرت عليهم فابحها ثلاثا بما فيها من مال اوسلاح او طعام فهو للجند– فاذا مضت الثلاث فاكفف عنهم– فاباحها مسلم بن عقبة ثلاثة– يقتلون الرجال ويأخذون الاموال ويقعون على النساء–

অর্থ: যখন মদিনাবাসীর বিদ্রোহের খবর এজিদের নিকট পৌঁছল তখন সে মুসলিম বিন উকবাকে সেখানে পাঠায়। (উলামায়ে কেরামগণ তার নাম পরিবর্তন করে মুসরিফ বিন উকবা বলেছেন)। এজিদ তাকে নির্দেশ দেয় তুমি লোকদেরকে তিনবার আহ্বান করবে। এতে যদি তারা সাড়া দেয় তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যখন তুমি তাদের

উপর বিজয় অর্জন করবে তখন মদিনাবাসীকে তিনদিনের জন্য মুবাহ ঘোষণা করবে। (অর্থাৎ তিনদিন পর্যন্ত হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ সব কিছু বৈধ) তাদের সমস্ত সম্পদ অস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী সব কিছু সেনাবাহিনীদের জন্য নির্ধারণ করবে। তিনদিন পর তাদেরকে মুক্তি দিবে। এজিদের কথা মত মুসলিম বিন উকবাহ মদিনাশরীফকে তিন দিনের জন্য মুবাহ ঘোষণা করল। তারা পুরুষদেরকে হত্যা করল। মাল সম্পদ লুণ্ঠন করল এবং মহিলাদেরকে ধর্ষণ করল। (আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব- ৬৬ বেদায়া ৮/২১৮, তাবারী ৫/৪৮৪, আল কামিল ৪/১১২)

হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা

ثم اباح مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة ايام كما امره يزيد لاجزاه الله خيرا- وقتل خلقا من اشرافها وقرائها- وانتهب اموالا كثيرة منها ووقع شرعظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد-

অর্থ: অতঃপর মুসরিফ বিন উকবাহ এজিদের নির্দেশক্রমে মদিনাশরীফকে তিন দিনের জন্য বৈধ ঘোষনা করল। এজন্য আল্লাহ তাকে ভাল প্রতিদান দিবেন না। সে অসংখ্য সম্মানিত সাহাবি হাফিজে কুরআনদেরকে শহিদ করল। তাদের মাল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিল। অনেক মহিলাদের উপর পতিত হল। মারাত্মক ফাসাদ তৈরি করল। এ ইতিহাস অনেকেই বর্ণনা করেছেন। (বেদায়া- ৬২০ পৃষ্ঠা)

قال المدائنى وجيئ الى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له بايع- فقال ابايع على سيرة ابى بكر وعمر فامر بضرب عنقه- فشهد رجل انه فجنون فخلى سبيله-

অর্থ: আল মাদাইনী বর্ণনা করেছেন, তখন সাঈদ বিন আল মুসাইয়াবকে মুসলিমের নিকট আনা হল। সে বলল- তুমি বাইআত কর। তিনি বললেন- আমি শুধুমাত্র আবু বকর ও উমরের মত চরিত্রবানদের হাতে বাইআত করি। তখন মুসিলম তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। তখন এক ব্যক্তি বলল, এতো পাগল , তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। (বেদায়া- ৬২২ পৃষ্ঠা)

عن ابى سعيد الخدرى قال لزمت بيتى فلم اخرج فدخل على نفر من اهل الشام فقالوا ايها الشيخ اخرج ما عندك- فقلت ما عندى شيئ- فنتفوا لحيتى وضربونى ضربات ثم اخذوا ما وجدوا فى البيت-

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি ঘরের মধ্যে অবস্থান করছিলাম। ভয়ে ঘর থেকে বের হইনি। অতঃপর শামবাসী একদল লোক আমার ঘরে প্রবেশ করে বলল- হে বুড়া তোমার নিকট যা আছে সব বের করে দাও। আমি বললাম- আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তারা আমার দাড়ি ধরে টেনে হেঁছড়ে অনেক প্রহার করল। অতঃপর আমার ঘরে যা পেল সবকিছু নিয়ে গেল। (কিতাবুল মিলহান- ১৫০ কৃত মুহাম্মদ বিন আহমদ আত তাইমী)

১১. মদিনাশরীফে ১০ হাজার লোক হত্যা

এজিদ বাহিনী সেদিন ৭ শত নেতৃস্থানীয় কুরাইশ, আনসার ও মুহাজিরদেরকে হত্যা করে। তাছাড়া মহিলা ও ছোট-ছোট বাচ্চাসহ ১০ হাজার লোককে তারা হত্যা করে। এ বর্ণনাগুলো প্রায় সবগুলো তারিখের কিতাবেই উল্লেখিত হয়েছে।

দেখুন হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা-

قال المدائنى عن شيخ من اهل المدينة– قال سألت الزهرى كم كان القتلى يوم الحرة– قال سبعمأة من وجوه الناس من المهاجرين والانصار– ووجوه الموالى وممن لايعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة الاف–

অর্থ: মাদাইনী মদিনাশরীফের একজন শেখ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমি ইমাম যুহরীকে প্রশ্ন করলাম 'হাররার যুদ্ধের' দিন কত লোক শহিদ হয়েছিলেন? তিনি বললেন আনসার ও মুহাজিরীনদের ৭ শত নেতৃস্থানীয় লোক সে দিন শহিদ হন। তাছাড়া অপরিচিত পুরুষ, মহিলা ও দাস-দাসী ও অন্যান্য ১০ হাজার লোক শাহাদত বরণ করেন। (বেদায়া ৮/২২১ পৃষ্ঠা, আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব ৬৭, কিতাবুল মিলহান ১৫১ পৃষ্ঠা)

দেখুন ইবনে তাইমিয়ার বর্ণনা

فان اهل المدينة النبوية نقضوا بيعته واخرجوا نوابه فبعث اليهم جيشا وامره اذا لم يطيعوه بعد ثلاث ان يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا– فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج الحرمة–

অর্থ: মদিনাবাসীগণ এজিদের বাইআতকে প্রত্যাখ্যান করল এবং এজিদের প্রতিনিধিকে বহিস্কার করল। তখন এজিদ সেখানে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করল এবং নির্দেশ প্রদান করল তিন দিন অতিবাহিত হবার পর তারা যদি আনুগত্য না করে তাহলে তরবারি প্রয়োগের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ কর এবং তিনদিনের জন্য মদিনাকে মুবাহ ঘোষণা কর। অতঃপর তারা সৈন্যবাহিনী তিনদিন পর্যন্ত সেখানে লুঠতরাজ চালাল। তারা হত্যা, লুণ্ঠন এবং ধর্ষণ সবকিছু করল। (মাজমুয়া ফাতওয়া– ২৫৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম যাহাবির বর্ণনা

وروى عن مالك بن انس قال قتل يوم الحرة من حملة القران سبعمأة

অর্থ: হযরত মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– হাররার যুদ্ধের দিন ৭ শত হাফিজে কুরআন শাহাদতবরণ করেন। (তারিখুল ইসলাম ৩০ পৃষ্ঠা)

মুহাম্মদ বিন আহমদ আত তাইমী 'কিতাবুল মিলহান' গ্রন্থে ১৫১ পৃষ্ঠায় বলেছেন–

عن عبد الرحمن بن يزيد بن اسلم قال قتل يوم الحرة ثمانون من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يبق بعد ذلك بدرى–

অর্থ: আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– হাররার যুদ্ধের দিন ৮০ জন সাহাবি শাহাদতবরণ করেন। এর পরে আর কোনো বদরি সাহাবি অবশিষ্ট ছিলেন না।

১২. ১ হাজার কুমারী নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন

এজিদ বাহিনীর হামলা থেকে নিরীহ মা বোন পর্যন্ত রেহাই পায় নাই। এ ইতিহাস বড় লজ্জাজনক ইতিহাস, বড় কলংকজনক অধ্যায়। অথচ আজ যারা এজিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের কি লজ্জা লাগে না। দেখুন হাফিজ ইবনে কাসিরের বর্ণনা–

عن المدائنى عن ابى قرة قال هشام بن حسان– ولدت الف امرأة من اهل المدينة بعد الحرة من غير زوج–

মাদাইনী থেকে বর্ণিত, তিনি আবু বকর কুররাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হিশাম বিন হাসান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– হাররার যুদ্ধের পর মদিনাবাসী এক হাজার মহিলা স্বামী

ব্যতীত সন্তান প্রসব করেছেন। (বিদায়া ৮/২১১, আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব ৬৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি 'তারিখুল ইসলাম' গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال نهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثا وافتض فيها الف عذراء–

অর্থ: হযরত জারির বিন আব্দুল হামিদ থেকে বর্ণিত, তিনি মুগিরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– মুসরিফ বিন উকবাহ তিনদিন পর্যন্ত মদিনাশরীফে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়েছে। সেদিন একহাজার কুমারী মহিলাদের ইজ্জত তারা লুণ্ঠন করেছে।

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি বর্ণনা করেছেন–

ذكرها الحسن مرة فقال والله ما كاد ينجو منهم أحد قتل فيها خلق من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم ونهبت المدينة وافتض فيها ألف عذراء فإنا لله وإنا إليه راجعون

অর্থ: হাসান মুররাহ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন– আল্লাহর শপথ, সেদিন মনে হয় নাই যে, তাদের আক্রমন থেকে কেউ রক্ষা পাবে। সে আক্রমনে অনেক সাহাবি সহ অসংখ্য লোক শহিদ হয়েছিলেন। মদিনাশরীফকে লুণ্ঠতরাজের জন্য বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে একহাজার কুমারি নারী তাদের ইজ্জত হারিয়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (তারিখুল খোলাফা– ১৬৬ পৃষ্ঠা)

১৩. ৩দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ইকামত বন্ধ

এজিদ বাহিনীর হামলার কারণে তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ইকামত জামাত বন্ধ ছিল। ভয়ে লোকজন মসজিদে

আসতে পারেনি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু পাগলের রুপ ধারণ করে মসজিদের ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় রওজা মোবারক থেকে আযানের ধ্বনি শুনতেন।

ইমাম দারেমী স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – ثَلاَثًا وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لاَ يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلاَةِ إِلاَّ بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –

অর্থ: সাঈদ বিন আব্দুল আযিয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– হাররার যুদ্ধের সময় তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ও জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি। সে সময় সাঈদ ইবনুল মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের ভিতরেই অবস্থান করছিলেন। তিনি নামাজের ওয়াক্ত কখন শুরু হচ্ছে জানতেন না। তবে নামাযের সময় হলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারক থেকে একটি মৃদু আওয়াজ শুনতেন। (তখন বুঝতেন নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে) (মুসনাদে দারেমী ১/২২৭ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৯৪)

পর্যালোচনা

এই হাদিসটি মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ও ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। নাসিরউদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে দূর্বল বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসীনগণ আলবানীর কথাকে রদ্দ করে প্রমাণ করেছেন হাদিসটি সহিহ।

أقول : هذا فيه نظر ، فإنه قد ورد من وجه آخر قال ابن سعد في الطبقات – أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال : أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال : سمعت سعيد بن المسيب

فذكره بمعناه . فهذا يقوي ما رواه الدارمي ويدل على ثبوته . والله أعلم

অর্থ: আমি বলব, আলবানীর কথার ব্যাপারে একটু পর্যালোচনার বিষয় রয়েছে। কারণ এ হাদিসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন– ইবনু সাদ স্বীয় তাবকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ওয়ালিদ বিন আত্বা বিন আল আগার আল মাক্কী। তিনি বলেন– আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন– আব্দুল হামিদ বিন সুলাইমান, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হাযিম থেকে। তিনি বলেন আমি শুনেছি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। অতঃপর উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অতএব ইবনু সা'দের বর্ণনাটি ইমাম দারেমীর বর্ণনাকে শক্তিশালী করেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদিসটি সহিহ। আল্লাহ ভাল জানেন। (তাম্বিহুল কারী ৫/১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ২৬০)

এবার দেখুন তাবকাত গ্রন্থে বর্ণিত মূল হাদিসটি–

اخبرنا الوليد بن عطاء بن الاغر المكى قال اخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابى حازم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لقد رأيتنى ليالى الحرة وما فى المسجد احد من خلق الله غيرى وان اهل الشام ليدخلون زمرا زمرا يقولون– انظرو الى هذا الشيخ

উল্লেখ্য যে, নাসির উদ্দিন আলবানী সাহেব এরকম আরো অনেক সহিহ হাদিসকে জয়িফ বলেছেন। যার রদ্দ স্বরূপ শেখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আদ দুওয়াইশ একটি কিতাব রচনা করেছেন যার নাম হল تنبيه القارى لتقوية ما ضعفه الالبانى। অর্থাৎ আলবানী সাহেব কর্তৃক জয়িফ কৃত হাদিসের শক্তিশালী হবার ব্যাপারে পাঠকের জন্য সতর্কবাণী। এমনকি সৌদী গ্র্যাণ্ড মুফতি আব্দুল আজিজ বিন বায উক্ত কিতাবে ভূমিকা বাণী প্রদান করেছেন।

উক্ত কিতাবের লিখক আদ দোয়াইশ প্রমাণ করেছেন যে, পূর্বে বর্ণিত মিশকাতশরীফের হাদিসটি জয়িফ নয়। তাহলে আসুন মূল ইবারতটি দেখা যাক–

عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان ايام الحرة لم يؤذن فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا– ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلوة الابهمهمة سمعها من قبر النبى صلى الله عليه وسلم رواه الدارمى قال الالبانى– فى تخريج المشكاة– اسناده ضعيف فيه من كان قد اختلط–

মূলকথা হলো, সাঈদ বিন আব্দুল আযিয কর্তৃক বর্ণিত হাদিস যা ইমাম দারেমী বর্ণনা করেছেন এবং মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে এ ব্যাপারে আলবানী বলেছেন– এ হাদিসটি জয়িফ কারণ উক্ত সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি অপরিচিত।

অতঃপর শায়খ আদ দুয়াইশ বলেন–

المجنون– وما يأتى وقت صلاة الاسمعت اذانا فى القبر ثم تقدمت فاقمت فصليت– وما فى المسجد احد غيرى–

অর্থ: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ওয়ালিদ বিন আত্বা বিন আল আগার আল মাক্কী। তিনি বলেন– আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুল হামিদ বিন সুলাইমান, তিনি বর্ণনা করেছেন, আবু হাযিম থেকে, তিনি বলেন– আমি শুনেছি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- আমি হাররার রাত্রিগুলির অবস্থা দেখেছি। তখন মসজিদে আমি ছাড়া আল্লাহর আর কোন মাখলুক ছিল না। তখন শামবাসীগণ দলে দলে মসজিদে প্রবেশ করতে লাগল। তারা বলল এ পাগল বুড়াটাকে দেখ, যখনই নামাযের ওয়াক্ত হত, 'তখন আমি কবরশরীফ থেকে আযান শুনতাম। অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে ইকামত দিয়ে নামায পড়তাম। কিন্তু নামাযের সময় মসজিদে আমি ব্যতীত কেই থাকতো না। (তাবকাতুল কাবীর, ৭/১৩২ পৃষ্ঠা)

মক্কাশরীফে হামলা

এজিদ বাহিনীর হামলা থেকে আল্লাহর ঘরও রক্ষা পায়নি। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এজিদের বাইয়াতকে অস্বীকার করে মদিনা শরীফ থেকে মক্কাশরীফ চলে গিয়েছিলেন। তাই এজিদ মুসরিফ বিন উকবাকে নির্দেশ প্রদান করে মদিনাশরীফ আক্রমণ শেষ করে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কশরীফ আক্রমণ করার জন্য। এজিদের কথা অনুযায়ী মুসরিফবাহিনী মক্কশরীফে হামলা করে। তারা দূর থেকে ধনুকের মাধ্যমে পাথর ছুড়তে থাকে। এতে কাবাশরীফে আগুন লেগে যায়। আসুন আমরা মূল কিতাবের ইবারতগুলো দেখি।

হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা

وقال يزيد لمسلم بن عقبة– اذا قدمت المدينة ولم تصد عنها وامض الى الملحدا بن الزبير– وان صدوك عن المدينة فادعهم ثلاثا–

অর্থ: এজিদ মুসলিম বিন উকবাকে বলল– যখন তুমি মদিনায় পৌছবে তখন যদি তারা কোন বাঁধা প্রদান না করে তাহলে তুমি নাস্তিক ইবনে যুবাইরকে পাকড়াও করার জন্য আক্রমণ করবে। আর যদি তারা বাধা প্রদান করে তবে তাদেরকে তিনদিনের সময় প্রদান করবে। (বেদয়া ওয়ান নেহায়া– ৬১৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী 'তারিখুল ইসলাম' গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

قال يزيد– يا مسلم اذا دخلت المدينة ولم تصد عنها وسمعوا واطاعوا فلا تعرضن لاحد– وامض الى الملحد ابن الزبير وان صدوك عن المدينة فادعهم ثلاثة ايام فان لم يجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم–

অর্থ: এজিদ বলল– হে মুসলিম যখন তুমি মদিনায় প্রবেশ করবে তখন যদি তারা বাঁধা প্রদান না করে সবাই তোমার কথা শুনে ও আনুগত্য করে তাহলে তাদের প্রতি আক্রমণ করবে না। বরং তুমি নাস্তিক ইবনে যুবাইরকে পাকড়াও করার জন্য রওয়ানা হবে। আর যদি মদিনাবাসী তোমাকে বাঁধা দেয় তাহলে তুমি তাদেরকে তিনদিন পর্যন্ত সময় দিবে। এতে যদি তারা সাড়া না দেয় তাহলে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের প্রতি হামলা করবে। (তারিখুল ইসলাম– ২৫ পৃষ্ঠা)

কা'বাশরীফের গিলাফে আগুন

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত এর বর্ণনা–

وسار جيش الحرة إلى مكة لقتال ابن الزبير فمات أمير الجيش بالطريق فاستخلف عليهم أميراً وأتوا مكة فحاصروا ابن الزبير وقاتلوه ورموه بالمنجنيق وذلك في صفر سنة أربع وستين واحترقت من شرارة نيرانهم أستار الكعبة سقفها وقرنا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل وكانا في السقف

অর্থ: অতঃপর হাররার সেনাবাহিনী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সেনা প্রধান মুসরিফ মারা গেল। তারা অন্য সেনাপতি নির্ধারণ করে মক্কাশরীফ আগমন করল। অতঃপর ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘেড়াও করে ফেলল। তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ শুরু করল। এমনকি ধনুক দ্বারা তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৬৪ হিজরির সফর মাসে। পাথরের আঘাতে আগুন লেগে কাবাশরীফের গিলাফ ও ছাদ পুড়ে যায়। এমনকি ছাদে সংরক্ষিত ঐ ভেড়ার দুটো শিং ও পুড়ে যায় যা ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর পরিবর্তে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৭ পৃষ্ঠা)

ইবনুল জাওযীর বর্ণনা এভাবে-

فمضى حتى حاصرا بن الزبير- وضيق عليه اربعة وستين يوما جرى فيها قتال شديد وقذفت الكعبة بالمنجنيق يوم السبت ثالث ربيع الاول- واخذ رجل قبسا فى رأس رمح فطارت به الريح فاحترقت البيت-

অর্থ: এজিদ বাহিনী মক্কাশরীফে পৌঁছে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘেড়াও করে ফেলল। তারা ইবনে যুবাইর

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৬৪ দিন পর্যন্ত ঘেড়াও করে অবরোধ করে রাখল। তখন তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে ৩রা রবিউল আউয়াল শনিবার দিন তারা মিনজানিক যন্ত্র দ্বারা কাবাশরীফে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তীরের মাথায় আগুন লাগিয়ে নিক্ষেপ করল। এতে আল্লাহর ঘর পুড়ে গেল। (আর রাদ্দ আলাল মুতাআসসিব- ৭০ পৃষ্ঠা)

হাফিজ ইবনে কাছিরও একই রকম বর্ণনা করেছেন-

فلما كان يوم السبت ثالث ربيع الاول سنة اربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورموها حتى بالنار- فاحترق جدار البيت

هكذا قال الواقدى-

অর্থ: অতঃপর ৬৪ হিজরির ৩রা রবিউল আউয়াল শনিবার এজিদ বাহিনী কা'বাশরীফে মিনজানিক যন্ত্র দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং তীর ছুড়তে লাগল। এতে আগুন লেগে কাবা ঘরের দেয়াল পুড়ে যায়। ওয়াকিদী ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। (বেদায়া- ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

ইয়াযিদের অকাল মৃত্যু

আল্লাহতা'য়ালা পাপিষ্ঠ এজিদকে বেশি দিন হায়াত দান করেননি। মদিনাবাসীর উপর হামলার কিছুদিন পরেই মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই তার অকাল মৃত্যু হয়। মক্কাশরীফে হামলা চলা অবস্থায় তার মৃত্যুর খবর পৌঁছে। আল্লাহতা'য়ালা তার দাম্ভিকতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রকমই ভবিষ্যতবাণী করে গিয়ে ছিলেন। দেখুন মুসলিমশরীফের হাদিস-

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال «مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِها بسوء أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর সাথে দুর্ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে মিশে যায়। (মুসলিম কিতাবুল হাজ্ব, হাদিস নং ১৩৮৬)

হাফিজ ইবনে কাছির البداية والنهاية গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

ان يزيد قدمات لاربع عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة اربع وستين– وهو ابن خمس او ثمان وثلاثين سنة فكانت ولايته ثلاث سنين وستة اشهر فحينئذ خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة–

অর্থ: এজিদ ৬৪ হিজরি সনের ১৪ই রবিউল আউয়াল তারিখে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বছর অথবা ৩৮ বছর। তার দুঃশাসন ছিল ৩ বছর ৬ মাস। তার মৃত্যুর পরেই যুদ্ধ বিগ্রহ ফিতনা-ফাসাদ অবসান ঘটে। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া– ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

কারবালার ঘটনায় নবীজির কষ্ট

আল্লাহতা'য়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (আহযাব– আয়াত ৫৭)

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছেন। যার প্রমাণ উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বর্ণিত হাদিস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং স্বপ্নযোগে কারবালার সংবাদ উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে দিয়ে গেছেন। ইহা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলমে গায়েবের বড় প্রমাণ। দেখুন মূল হাদিস–

عن سَلْمَى قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ يَبْكِي وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا»

অর্থ: হযরত সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার আমি উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি কাঁদছেন । আমি বললাম– আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁর মাথা মোবারক এবং দাঁড়ি মোবারকে ধুলা মিশ্রিত। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন– আমি এই মাত্র হোসাইনের শাহাদত স্থল পরিদর্শন করে এলাম। (তিরিমিজি হাদিস নং– ৩৭৭১)

واخرج البيهقى فى الدلائل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ

أَغْبَرَ، بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ» . فَأُحْصِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، فَوُجِدَ قَدْ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ

অর্থ: ইমাম বায়হাকী দালাইল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন একদা আমি দিনের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর শরীর মোবারক ধুলা মলিন, চুলগুলো এলোমেলো। হাতে একটি বোতল এবং বোতলে কিছু রক্ত। আমি বললাম আমার মা বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহা কি? তিনি বললেন- ইহা হোসাইন ও তার সাথীদের রক্ত। ইবনে আব্বাস বলেন- ঐ দিন থেকে আমি হিসাব করতে লাগলাম। অতঃপর দেখা গেল ঐ দিনই ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেছেন। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৫, মুসনাদে আহমদ ১/২৮৩, তাবরানী হাদিস নং ২৮২২, ইবনুল আসাকির ৪/৩৪৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিশেষ মর্যাদা

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কলিজার টুকরা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নয়নের মণি, জান্নাতি যুবকদের সর্দার। নিম্নে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ফজিলত সংক্রান্ত কয়েকখানা হাদিস পেশ করা হল-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الخدرى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, হাসান ও হোসাইন হলেন জান্নাতি যুবকদের সর্দার। (তিরমিজি, হাদিস- ৩৭৬৮, তিনি বলেছেন সহিহ। মুস্তাদরাক লিল হাকিম হাদিস- ৪৮৪৪)

عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حُسَيْن مني وَأَنا من حُسَيْن أحب الله من أحب حُسَيْنًا

অর্থ: হযরত ইয়ালা বিন মুরবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- হোসাইন আমার থেকে আর আমি হোসাইন থেকে। (তিরমিজি হাদিস নং- ৩৭৭৫, তিনি বলেছেন হাদিসখানা হাসান, মুস্তাদরাক লিল হাকিম হাদিস নং- ৪৮৮৬)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم والحَسَنُ والحُسَيْنُ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

অর্থ: হযরত উসামা বিন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি হাসান ও হোসাইনকে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে দেখেছি । তখন নবীজী বললেন- এ আমার দুটি সন্তান এবং আমার মেয়ে ফাতিমার দুটি সন্তান। হে আল্লাহ আমি এদেরকে মহব্বত করি। তুমিও তাদেরকে মুহব্বত কর এবং যারা এদেরকে মুহব্বত করবে আল্লাহ তুমি তাদেরকেও মুহব্বত কর। (তিরমিজি, হাদিস নং ৩৭৬৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ , هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ , وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ , وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً - وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً , حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ

تُحِبُّهُمَا , فَقَالَ: " نعم مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي , وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসতে বের হলেন। এমতাবস্থায় হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উভয় কাঁদ মোবারকের মধ্যে ছিলেন। নবীজী একবার এদিকে আবার অন্য দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমনিভাবে তিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ– আপনি এদেরকে মহব্বত করেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ। যে ব্যক্তি এদেরকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি এদের সাথে শত্রুতা রাখল সে আমার সাথে শত্রুতা রাখল। (মুস্তাদরাক লিল হাকিম। হাদিস নং ৪৮৪২) ইমাম হাকিম বলেছেন হাদিসখানা সহিহ।

উক্ত হাদিসগুলোর আলোকে প্রমাণিত হল যে, হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মহব্বত রাখা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মহব্বত রাখা। অতএব আজকে যারা এজিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দোষি সাব্যস্ত করতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই ভালবাসে না।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইয়াযিদের শেষ পরিণতি

ইয়াযিদের সীমালঙ্গন

যে কোন ব্যক্তির ঈমান ও আমলের উপর নির্ভর করে তার শেষ পরিণতি তথা পরকালে জান্নাত বা জাহান্নাম, নাজাত বা দারাজাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ইয়াযিদ ছিল পাপিষ্ট। কেউ তাকে ভাল বলেননি। কিন্তু তার পাপাচারে সীমালঙ্গন হলো কি না, সে মো'মিন না কী কাফের? সে কী জান্নাতে যাবে না জাহান্নামী? এ ব্যাপারে ৩টি অভিমত রয়েছে।

ইয়াযিদের শেষ পরিণতির ব্যাপারে ৩টি অভিমত

আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত আল্লামা শাহ আহমদ রেযাখাঁন বেরেলী আলাইহির রহমত তদীয় 'আহকামে শরীয়ত' নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় বলেন–

یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنابی عذاب ہو بالاخر بخشش ضرورہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر لہذا یہاں بہی سکوت کریں گے واللہ تعالی اعلم-

অর্থাৎ নাপাক ইয়াযিদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ৩টি উক্তি রয়েছে– ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য পূর্বসূরীদের মতে ইয়াযিদ কাফির। তাকে কোনদিন ক্ষমা করা হবে না। আর ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্যরা ইয়াযিদকে মুসলমান

বলেন। তাকে যতই শাস্তি দেওয়া হোক না কেন অবশেষে ক্ষমা করা হবে। আর আমাদের ইমাম নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমরা তাকে মুসলমান নাকি কাফির কিছু বলতে পারছি না। এজন্য এখানেও নীরবতা পালন করব। আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বজ্ঞ।

পর্যালোচনা

প্রথম অভিমত ঃ ইয়াযিদ কাফের

১. আল্লামা শাহ আহমদ রেযাখাঁন বেরেলী আলাইহির রহমত 'ইরফানে শরীয়ত' নামক কিতাবে বলেন–

امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع وموافقین اسے کافر کہتے ہیں-

অর্থ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলাইহির রহমত এবং তার মাযহাবের অনুসারীগণ ইয়াযিদকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

২. আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী হায়তামী আলাইহির রহমত 'আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ' নামক কিতাবের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

فقالت طائفة انه كافر لقول سبط ابن الجوزی وغیرہ

অর্থ: সিবতু ইবনুল জাওযীসহ একদল উলামায়ে কেরামদের মতে ইয়াযিদ ছিল কাফের।

৩. কিতাবুল মোসামিরাহ শরহে মোসায়িরাহ নামক গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠা আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন–

واختلف فی اکفار یذید– قیل نعم– یعنی ما ورد عنه ما یدل علی کفرہ

অর্থ: এজিদকে কাফের বলার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন সে কাফের। তার কৃতকর্মগুলোই কুফুরির প্রমাণ বহন করে।

৪. সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী আলাইহির রহমত 'তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী' নামক কিতাবের ২৬ পারা ৭২ পৃষ্ঠায় বলেন–

وانا اقول: الذی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالة النبی صلی اللہ علیه وسلم–

অর্থ: আমি বলব, আমার ধারণা অনুযায়ী উক্ত খবিস, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালতেই বিশ্বাসী ছিল না।

৫. আল্লামা তাফতাযানী আলাইহির রহমত শরহে 'আকাইদে নাসাফী' নামক কিতাবের ১২৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

وبعضهم اطلق اللعن علیه لما انه کفر حین امر بقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنه–

অর্থ: কোন কোন উলামায়ে কেরাম ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয বলেছেন। কেননা ইয়াযিদ যখন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল, তখনই সে কাফের হয়ে গিয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একদল উলামায়ে কেরাম ইয়াযিদকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং কেউ যদি ইয়াযিদকে কাফের বলে, তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে নীরবতাই উত্তম।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ ইয়াযিদ ফাসিক ফাজির

১. চতুর্দশ শতব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা আহমদ রেযাখাঁন আলাইহির রহমত 'ইরফানে শরীয়ত' নামক কিতাবে বলেন–

یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنۃ- فاسق فاجر وجری علی الکبائر تہا اس

قدر پر ائمہ اہل سنۃ کا اطباق و اتفاق ہے۔

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে নাপাক ইয়াযিদ ছিল ফাসেক, ফাজের এবং কবিরাহ গোনাহে গোনাগার। এতটুকু পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের সমস্ত ইমামগণ একমত।

২. আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী 'আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ' নামক কিতাবের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

وعلى القول بانه مسلم فهو فاسق شرير سكير جائر–

যদি ধরে নেয়া হয় এজিদ মুসলমান ছিল। তবে সে ছিল ফাসিক, ফাজির, দুষ্ট, মদ্যপায়ী নেশাখোর। অতঃপর তিনি বলেন–

وبعد اتفاقهم على فسقه

সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইয়াযিদ ছিল একজন ফাসিক।

৩. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী আলাইহির রহমত 'তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী (২২-২৩ পারা সূরা মুহাম্মদ) বলেন–

لو سلم ان الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر

مالا يحيط به نطاق البيان–

অর্থাৎ যদি এটা ধরা নেয়াও হয় যে, উক্ত খবিস মুসলমান ছিল। তাহলে সে ছিল এমন মুসলমান যে, এত অধিক কবিরাহ গোনাহ করছিল যা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব।

তৃতীয় অভিমত ঃ নীরবতা অবলম্বন

অর্থাৎ ইয়াযিদকে কাফের বলা না বলা থেকে বিরত থাকা।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখাঁন আলাইহির রহমত 'ইরফানে শরীয়ত' নামক কিতাবে বলেন–

'আমাদের ইমামে আ'যম আবু হানিফা আলাইহির রহমত এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করে কুফুরি ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত ছিলেন। কেননা নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের বলতে হলে অকাট্য দলিল ও হাদিসে মোতাওয়াতির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি ইয়াযিদের কুফুরির ব্যাপারে এমন কোন অকাট্য দলিল ও হাদিসে মোতাওয়াতির পাওয়া যায় না। তাই তিনি কুফুরির ব্যাপারে সঙ্গত কারণে চুপ রয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয কী না ?

কারো প্রতি লা'নত প্রদান

কারো প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয বা নাজায়েয এটা শরিয়তের মাসআলার ব্যাপার। আবার কারো প্রতি লা'নত প্রদান শরিয়তে জায়েয থাকলেও তার উপর লা'নত না দেয়া এটা তাকওয়ার ব্যাপার। ইয়াযিদের সীমালঙ্গন মন্দ কার্যকলাপের দরুন তাকে লা'নত প্রদান জায়েয কী না? এ ব্যাপারেও উলামায়ে কেরামদের ৩টি অভিমত রয়েছে।

ইয়াযিদের উপর লা'নত প্রদানে ৩টি অভিমত

১. জায়েয

একদল উলামায়ে কেরামদের মতে ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয। কেননা সে ছিল কাফের।

আল্লামা আলুসী তাফসিরে রুহুল মা'য়ানীতে বলেছেন–

لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام خلافته ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة وما فعل باهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه

অর্থ: এজিদের অসংখ্য মন্দ কার্যকলাপ এবং তার শাসনামলের পুরা সময়টাই কবীরা গোনাহতে লিপ্ত থাকা। তাছাড়া তার প্রতি লা'নত প্রদানের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে মদিনাবাসী ও মক্কবাসীর সাথে যে দূর্ব্যবহার করেছে। এমনকি আহলে বাইতের সাথে দূর্ব্যবহার, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদতে

রাজি ও খুশি হওয়া এবং নবী পরিবারের সাথে বেয়াদবি করা, এগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। (রুহুল মা'য়ানী ২৬ পারা ৭২ পৃষ্ঠা)

২. নাজায়েয

অপর একদল উলামায়ে কেরামদের মতে ইয়াযিদ যেহেতু ফাসিক ও ফাজির সে কাফের নয়। সেহেতু তার প্রতি লা'নত প্রদান করা যাবে না।

আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন– যারা ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদানের পক্ষে নয় তাদের দাবি হলো– ইয়াযিদ ইমাম হুসাইনকে হত্যার নির্দেশ দেয় নাই। তাদের যুক্তি হল–

وهؤلاء مختلفون فى سبب منع جواز لعنه الى انه لم يأمر بقتل الحسين رضى الله تعالى عنه

অর্থ: এজিদের প্রতি লা'নত প্রদানে ইখতেলাফের কারণ হল সে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেনি। (আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব)

বাতিলপন্থীদের নেতা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন–

لا يجوز لعنه الا اذا تحقق ثبوت انه كان من الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهم– وانه مات مصرا على ذالك فاذا كذالك جاز لعنه

অর্থ: যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হবে যে, এজিদ ফাসিক ও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের প্রতি লা'নত প্রদান করা যায়েয এবং সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে লা'নত দেয়া জায়েয নয়। তবে যদি এগুলো প্রমাণিত হয় তাহলে তার প্রতি লা'নত প্রদান করা জায়েয। (মিনহাজুস সুন্নাহ– ৪/৫৭১ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যখন প্রমাণিত হবে যে, এজিদ ছিল ফাসিক, ফাজির, দুঃশ্চরিত্র এবং তার নির্দেশেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তখন তার প্রতি লা'নত প্রদানে কোন বাঁধা নেই। আলহামদু লিল্লাহ। আর আমি দলিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করেছি যে, এজিদের নির্দেশেই সবকিছু ঘটেছে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ছাড়াও এজিদের আরো অনেক দুষ্কর্ম রয়েছে যা তার প্রতি লা'নতের দাবিদার। যেমন মদিনাবাসীর উপর যুলুম, নির্যাতন, লুঠতরাজ বৈধ ঘোষণা। যা কোন অমুসলিমদের সাথেও করা জায়েয নয়। তাছাড়া মক্কাশরীফে হামলা, কা'বাশরীফে পাথর নিক্ষেপ, ইত্যাদি।

অতএব, আজকে যারা ইয়াযিদকে কারবালার নির্দেশদাতা নয় বলে দাবি তোলে, এজিদের প্রতি লা'নত জায়েয নয় বলেন– তাদের দাবিও মাকড়সার জালের মতই দুর্বল। কারণ এজিদ মৃত্যু পর্যন্ত এ সমস্ত পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ইতিহাসের কিতাবসমূহ সেদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। তার সেনাবাহিনী যখন কাবাশরীফে পাথর দ্বারা আঘাত করে আগুন লাগিয়ে দেয় তখনই তার অকাল মৃত্যু হয়। অতএব প্রমাণিত হল যে, এজিদ শুধু ফাসিকই ছিল না বরং সে অন্যান্য ফাসিকদের চেয়ে মারাত্মক ছিল। তাই ইবনে তাইমিয়ার কথা অনুসারেই তার প্রতি লা'নত প্রদান করা যাবে।

এখানে একটা কথা বলতে চাই, এজিদকে কাফির বলা বা লা'নত প্রদানের ব্যাপারে যে ইখতিলাফ হয়েছে সে জন্য উলামায়ে কেরামগণ একে অন্যকে মন্দ বলেননি। কিন্তু বর্তমানে কিছু সালাফি নামধারী ব্যক্তিবর্গ সে সমস্ত উলামায়ে কেরামদের গালিগালাজ করছে যারা এজিদকে মন্দ বলছেন।

৩. নীরবতা অবলম্বন

অন্য আরেকদল উলামায়ে কেরাম ইয়াযিদকে লা'নাত দেয়া না দেয়া থেকে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আ'জম ও ইমাম গাজ্জালী রাহিমাহুমাল্লাহু তা'য়ালা প্রমূখ।

লা'নত প্রদানের দু'টি দিক ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

যে সকল উলামায়ে কেরাম ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয বলেছেন– তারা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল উলামায়ে কেরামের মতে ইয়াযিদের নাম ধরে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে লা'নত প্রদান করা যাবে। অপর দলের মতে পরোক্ষভাবে জায়েয।

আল্লামা ইবনে খাল্লিকান তদীয় 'ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান' ৩/২৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা ফকিহ আলকিয়া হারাসী শাফেয়ী আলাইহির রহমত বলেছেন–

واما قول السلف فقيه لاحمد قولان تلويح وتصريح ولمالك قولان تلويح وتصرح– ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح ولنا قول واحد التصريح دون التلويح–

অর্থাৎ ইয়াযিদের প্রতি লা'নত প্রদানের ব্যাপারে সলফে সালেহীনসহ হাম্বলী, মালেকী ও হানাফী মাযহাবের নিকট দুটি অভিমত রয়েছে। ১. تلويح পরোক্ষ। ২. تصريح প্রত্যক্ষ। তবে আমাদের শাফেয়ীদের মতে পরোক্ষ নয় বরং প্রত্যক্ষভাবেই লা'নত প্রদান জায়েয।

প্রত্যক্ষ ঃ ইয়াযিদের নাম ধরে লা'নত প্রদান

ইয়াযিদের উপর সরাসরি নামধরে লা'নত প্রদান জায়েয বলে যাদের অভিমত রয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, কাজী আবু ইয়ালা তার পুত্র আবুল হুসাইন খিলাল

তার খাদিম আব্দুল আজিজ, আলকিয়া আল হিরাসী, ইবনুল জাওযী, সিবতু ইবনুল জাওযী সাফারিনী, সা'য়াদ উদ্দিন তাফতাযানী, জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী, ইবনে আকীল প্রমূখ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

১. আল্লামা আলুসী বাগদাদী আলাইহির রহমত বলেন–

ولو سلّم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين–

অর্থ: যদি এটা ধরে নেয়াও হয় যে, উক্ত খবিস মুসলমান ছিল তাহলে সে ছিল এমন মুসলিম যে এত অধিক কবিরা গোনাহ করেছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। অতএব আমি তাকে নাম ধরে নির্দিষ্টভাবে লা'নত প্রদানের পক্ষে। (তাফসিরে রুহুল মায়ানী, সুরা মুহাম্মদ ২২-২৩)

২. আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী আলাইহির রহমত الصواعق المحرقة গ্রন্থে বলেন–

اختلفوا فى جواز لعنه بخصوص اسمه فاجازه قوم منهم ابن الجوزى–

অর্থ: নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্টভাবে তার প্রতি লা'নত প্রদান করার ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। একদল বলেছেন নির্দিষ্টভাবে লা'নত প্রদান করা জায়েয। তাদের মধ্যে ইবনুল জাওযী অন্যতম।

৩. ইমাম সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী আলাইহির রহমত شرح العقائد النسفية গ্রন্থে বলেন–

فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى ايمانه– لعن الله عليه وانصاره واعوانه–

অর্থ: অতএব আমরা তার ব্যাপারে চুপ থাকব না। এমনকি তার ঈমানের ব্যাপারেও চুপ থাকব না। আল্লাহ লা'নত তার প্রতি, তার সহযোগিদের প্রতি এবং তার সাহায্যকারীদের প্রতি। (শরহুল আকাইদ নাসাফী– ১২৪ পৃষ্ঠা)

৪. নবম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থে এজিদের প্রতি লা'নত প্রদান করেছেন–

لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضًا.

অর্থ: ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে শহিদ করেছে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। সাথে সাথে ইবনে যিয়াদ ও এজিদের প্রতিও লা'নত। (তারিখুল খোলাফা– ১৬৫ পৃষ্ঠা)

৫. আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় 'আর রাদ্দু আলাল মুতায়াসসিব' গ্রন্থে ৪১ পৃষ্ঠায় বলেন–

وصنف القاضى ابو الحسين محمد القاضى ابى يعلى كتابا فيه بيان من يستحق اللعن– وذكر فيهم يزيد وقال الممتنع من ذلك اما ان يكون غير عالم بجواز ذلك اومنافقا يزيد ان يوهم بذلك–

অর্থ: কাজী আবুল হোসাইন মুহাম্মদ কাজী আবু ইয়ালা একটি কিতাব রচনা করেছেন। যাতে তিনি লা'নত পাবার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা বর্ণনা করেছেন। উক্ত তালিকায় এজিদের নামও উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি বলেন– এজিদের প্রতি লা'নত প্রদানে বাঁধা দানকারী ব্যক্তি হয়ত তিনি এ ব্যাপারটি

জানেন না। অথবা সে একজন মুনাফিক। তার উদ্দেশ্য জনমনে সন্দেহ তৈরির মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করা।

পরোক্ষ ঃ ইয়াযিদের নাম না ধরে লা'নত প্রদান

ইমাম তাফতাযানী আলাইহির রহমত বলেন–

واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امربه او اجازه او رضي به–

অর্থ: এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী এর নির্দেশদাতা এর প্রতি সম্মতি প্রদানকারী এবং এতে যে খুশি হয়েছে তার প্রতি লা'নত প্রদান করা জায়েয। অর্থাৎ নাম উল্লেখ না করে লা'নত প্রদান করা জায়েয। (শরহে আকাইদে নাসাফী ১২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী আলাইহির রহমত বলেন–

ثم حكى الاتفاق على انه يجوز لعن من قتل الحسين رضى الله تعالى عنه او امر بقتله او اجازه او رضى به من غير تسمية يزيد–

অর্থ: অতঃপর ইত্তেফাক হয়েছে যে, এজিদের নাম উল্লেখ না করে লা'নত প্রদান করা যাবে। যেমন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী এর নির্দেশদাতা, এর প্রতি যে সম্মতি প্রদান করেছে, বা তাতে যে খুশি হয়েছে তাদের প্রতি লা'নত। (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ- ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনুল হুমাম আলাইহির রহমত বলেন–

واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه او رضي به

অর্থ: উলামায়ে কেরামগণ একমত হয়েছেন যে, নাম উল্লেখ না করে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী, নির্দেশদাতা, যে এজন্য খুশি হয়েছে এবং সম্মতি প্রদানকারীর উপর লা'নত জায়েয। (কিতাবুল মোসামিরাহ ২১৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একদল উলামায়ে কেরামদের মতে কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ইয়াযিদ এবং ইয়াযিদপন্থীদের নাম ধরে ধরে লা'নত প্রদান করতে কোন বাঁধা নেই। আর নাম না ধরে লা'নত প্রদান সকলের ঐকমত্যে জায়িয।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের বক্তব্য

১. ইবনে হাজার হায়তামী মক্কীর বক্তব্য

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী আলাইহির রহমত الصواعق المحرقة গ্রন্থে ৫৯৩-৫৯৯ পৃষ্ঠায় এব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যাসহ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে নিম্নে কিছুটা আলোকপাত করা হল–

وَاعْلَم أَن اهل السّنة اخْتلفُوا فِي تَكْفِير يزِيد بن مُعَاوِيَة وَولي عَهده من بعده فَقَالَت طَائِفَة إِنَّه كَافِر لقَوْل سبط ابْن الْجَوْزِيّ وَغَيره الْمَشْهُور أَنه لماجاء رَأس الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ جمع أهل الشَّام وَجعل ينكت رَأسه بالخيزران وينشد ابيات ابْن الزِّبَعْرَى لَيْت أشياخي ببدر شهدُوا–

অর্থ: জেনে রাখুন, এজিদকে কাফির বলার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামগণ মতানৈক্য করেছেন। সিবতু ইবনুল জাওযীসহ ইবনে জাওযীর নাতি একদল উলামায়ে কেরামদের মতে সে কাফির। কারণ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক যখন এজিদের দরবারে আনা হয়েছিল তখন এজিদ শামবাসীদের একত্রিত করে পবিত্র মাথা মোবারকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিল এবং ইবনে যুবারির কবিতা আবৃত্তি করেছিল। 'হায়! আজ যদি বদর যুদ্ধে নিহত আমার মুরুব্বিগণ এ অবস্থা দেখত।'

وقالت طائفة ليس بكافر فان الاسباب الموجبه للكفر لم يثبت عندنا منها شيئ–

অর্থ: অন্য একদল উলামায়ে কেরাম বলেন– এজিদ কাফির ছিল না। কেননা কাফির হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো আমাদের কাছে বিদ্যমান নাই।

অতঃপর ইবনে হাজার হায়তামী বলেন–

وعلى القول بانه مسلم فهو فاسق شرير سكير جائر

অর্থ: যদি ধরে নেয়া হয় যে, এজিদ মুসলিম ছিল। তবে সে ছিল ফাসিক, ফাজির, মদ্যপায়ী নেশাখোর।

وبعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا فى جواز لعنه بخصوص اسمه فاجازه قوم منهم ابن الجوزى–

অর্থ: এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এজিদ ছিল একজন ফাসিক। অতঃপর নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্টভাবে তার প্রতি লা'নত প্রদান করার ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। একদল বলেছেন নির্দিষ্টভাবে লা'নত প্রদান করা জায়েয। তাদের মধ্যে ইবনুল জাওযী অন্যতম।

অতঃপর ইবনে হাজার হায়তামী আলাইহির রহমত বলেন–

ثم حكى الاتفاق على انه يجوز لعن من قتل الحسين رضى الله تعالى عنه او امر بقتله او اجازه او رضى به من غير تسمية يزيد–

অর্থ: অতঃপর ইত্তেফাক হয়েছে যে, এজিদের নাম উল্লেখ না করে লা'নত প্রদান করা যাবে। যেমন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী এর নির্দেশদাতা, এর প্রতি যে সম্মতি প্রদান করেছে, বা তাতে যে খুশি হয়েছে তাদের প্রতি লা'নত ।

২. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর বক্তব্য

মুফতিয়ে বাগদাদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী আলাইহির রহমত স্বীয় 'তাফসিরে রুহুল মায়ানী' কিতাবের ২৬ পারা ৭২ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ আলোচানা করে প্রমাণ করেছেন যে, এজিদ অভিশপ্ত, ফাসিক ফাজির। এমনকি তার ঈমানের ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। দেখুন মুল ইবারত–

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تخليفه فيكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة– فقد روى الطبراني بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل–

অর্থ: এ কথা দ্বারা এজিদের প্রতি লা'নত প্রদানে বাঁধা সৃষ্টি করে না। যেমন তার অসংখ্য বদভ্যাস, পুরোটা শাসনকাল কবিরা গোনাহতে লিপ্ত থাকা। তাছাড়া মদিনাবাসীর সাথে দুর্ব্যবহার এবং মক্কাশরীফে হামলা-ই তার প্রতি লা'নত প্রদানের জন্য যথেষ্ট। যেমন ইমাম তাবরানী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– হে আল্লাহ যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর প্রতি যুলুম করবে, তাদেরকে ভয় দেখাবে, তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও। তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেস্তা এবং সকল মানুষের লা'নত। তার ফরজ বা নফল বন্দেগি কোনটাই গ্রহণযোগ নয়। অতঃপর আল্লামা আলুসী বাগদাদী বলেন–

وأنا أقول: الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته

الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر–

অর্থ: আমি বলব, আমার ধারণা অনুযায়ী উক্ত খবিস, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালতেই বিশ্বাসী ছিল না। কারণ তার সকল দুঃষ্কর্ম যা হারামাইন শরীফাইন এর আহলের সাথে করেছে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার পরিজনদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে তা তার অবিশ্বাসী হবার জন্য অনেক বড় দলিল। যা কুরআনশরীফ ময়লা আবর্জনায় নিক্ষেপ করার চেয়েও মারাত্মক।

অতঃপর আল্লামা আলুসী আরো বলেন–

ولو سلّم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين–

অর্থ: যদি এটা ধরে নেয়াও হয় যে উক্ত খবিস মুসলমান ছিল তাহলে সে ছিল এমন মুসলিম যে এত অধিক কবিরা গোনাহ করেছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। অতএব আমি তাকে নাম ধরে নির্দিষ্টভাবে লা'নত প্রদানের পক্ষে। (তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী, সুরা মুহাম্মদ ২২-২৩)

৩. আল্লামা ইবনুল হুমাম এর বক্তব্য

كتاب المسامرة فى شرح المسايرة গ্রন্থে ২১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে–

قال ابن الهمام واختلف فى اكفار يزيد- قيل نعم يعنى ما ورد عنه ما يدل على كفره من تحليل الخمر ومن تفوهه بعد قتل الحسين واصحابه انى جازيتهم بما فعلوا باشياخ قريش وضناديدهم فى بدر وامثال ذالك- ولعله وجه ما قال الامام احمد رحمه الله بتكفيره بما ثبت عنده من نقل تقريره-

অর্থ: ইবনুল হুমাম বলেন- এজিদকে কাফির বলার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, সে কাফির। তার কৃতকর্মগুলোই কুফুরির প্রমাণ বহন করে। যেমন মদকে হালাল মনে করা এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদেরকে শহিদ করার পর উচ্ছাস প্রকাশ করা ইত্যাদি। সে বলেছিল- বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল, আমি তার প্রতিশোধ নিলাম। সম্ভবত ইমাম আহমদ আলাইহির রহমত এ কারণেই তাকে কাফির ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। যা তার নিকট প্রমাণিত ছিল। অতঃপর ইবনুল হুমাম বলেন-

واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه او رضي به

অর্থ: উলামায়ে কেরামগণ একমত হয়েছেন যে, নাম উল্লেখ না করে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী, নির্দেশদাতা, যে এজন্য খুশি হয়েছে এবং সম্মতি প্রদানকারীর উপর লা'নত জায়েয।

৪. ফকিহ আলকিয়া আল হারাসীর বক্তব্য

ইবনে খাল্লিকান وفيات الاعيان গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

ما نقله عن الفقيه الشاقعى الكيا الهراسى عندما سئل عن يزيد بن معاوية فقال: إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام – عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأما قول السلف ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح، ولمالك قولان تلويح وتصريح، ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح، ولنا قول واحد التصريح دون التلويح وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد والمتصيد بالفهود ومدمن الخمر-

অর্থ: ফকিহ আলকিয়া হারাসী শাফেয়ীর নিকট এজিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- সে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যামানায় তার জন্ম। এজিদের প্রতি লা'নত প্রদানের ব্যাপারে সালফে সালেহীনসহ হাম্বলী, মালেকি ও হানাফি মাযহারেব নিকট দুটি অভিমত রয়েছে। ১. تلويح বা পরোক্ষভাবে লা'নত প্রদান করা। ২. تصريح বা প্রত্যক্ষভাবে লা'নত প্রদান করা। তবে আমাদের শাফেয়ীদের মতে শুধুমাত্র تصريح বা প্রত্যক্ষভাবে লা'নত প্রদান করা। আর কেন تصريح হবে না, কারণ সে ছিল একজন জোয়াড়ি. শিকারি এবং মদখোর। (ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান- ৩/২৪৮)

৫. ইমাম কুরতুবির বক্তব্য:

ইমাম কুরতুবি التذكرة গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

قال بعد ذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم من هلاك هذه الامة على يدى غلمة من قريش

وكأنهم والله أعلم يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية، فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيهم، وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها-

অর্থ: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস 'কুরাইশদের কিছু যুবকদের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।' এই হাদিস উল্লেখ করার পর ইমাম কুরতুবি বলেন- উক্ত হাদিসে ইঙ্গিত পূর্ণ ব্যক্তিগণ হলেন এজিদ ইবনে মুয়াবিয়া, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং বনী উমাইয়ার ঐ সমস্ত যুবকগণ যারা এদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তারা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বাইতদেরকে হত্যা ও কয়েদি করেছিল। তাছাড়া তারা মদিনাশরীফ ও মক্কাশরীফের বুযুর্গ আনসার ও মুহাজিরদেরকে হত্যা করেছিল। (আত তাযকিরাহ- ২/৬৪৩ পৃষ্ঠা)

৬. ইমাম যাহাবীর বক্তব্য

ইমাম যাহাবী ميزان الاعتدال গ্রন্থে বলেছেন-

قال فى يزيد- مقدوح في عدالته. ليس بأهل أن يروى عنه.

وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروي عنه.

অর্থ: আদালত তথা ন্যায়পরায়নতার ব্যাপারে এজিদ হল 'মাক্বদুহ' তথা দোষি বা মন্দ চরিত্রের লোক। তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করার মত লোক সে ছিল না। ইমাম আহমদ বিন

হাম্বল বলেছেন- তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করা কারো উচিত নয়। (মিযানুল ই'তেদাল ৪/৪৪০)

৭. আল্লামা ইবনুল জাওযীর বক্তব্য

আল্লামা জামালউদ্দিন আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী আলাইহির রহমত এজিদের প্রতি লা'নতের বৈধতা প্রমাণ করে স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করেছেন। যার নাম হলো الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد (আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদিল মানিয়ি মিন যাম্মে ইয়াযিদ) যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় প্রায় এ রকম 'এজিদকে মন্দ বলতে বাঁধা দানকারী, অন্ধভাবে স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বনকারী, অন্যায় পথে বিচরণকারীর বক্তব্যের খণ্ডন।'

উক্ত কিতাবের শুরুতে ইবনুল জাওযী লিখেছেন-

سألنى سائل فى بعض مجالس الوعظ عن يزيد بن معاوية ومافعل فى حق الحسين رضى الله تعالى عنه وما امربه من نهب المدينة فقال لى أيجوز ان يلعن؟ فقلت يكفيه ما فيه والسكوت اصلح- فقال قد علمت ان السكوت اصلح ولكن هل يجوز لعنه فقلت قد اجازها العلماء الورعون منهم احمد بن حنبل-

অর্থ: একবার একটি ওয়াজের মাহফিলে এক ব্যক্তি আমাকে এজিদ বিন মুয়াবিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন- 'এজিদ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করেছে এবং মদিনাশরীফে সন্ত্রাস কায়েম করেছে, এজন্য তার প্রতি লা'নত প্রদান জায়েয কি না?

তখন আমি বলালাম- 'সে যে কাজ করেছে তার যথাযোগ্য প্রতিদান পাওয়াটাই উচিত। তবে এ ব্যাপারে নীরব থাকাটাই

উত্তম। অতঃপর প্রশ্নকারী বললেন- আমি জানি নীরব থাকাটাই উত্তম। কিন্তু আমার প্রশ্ন তাকে লা'নত দেয়া জায়েয কি না? তখন আমি বললাম- খোদাভীরু উলামায়ে কেরামগণ তাকে লা'নত প্রদান জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রহমত অন্যতম।

ইবনুল জাওযীর উক্ত ফতোয়াটি প্রদানের পর আব্দুল মুগিস নামক জনৈক ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে এজিদের প্রশংসায় একটি কিতাব লিখলেন فضائل يزيد নামে। তখন ইবুনল জাওযী উক্ত কিতাবের খণ্ডন স্বরূপ الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد নামক কিতাবটি রচনা করেন।

৮. আল্লামা কাজী আবু ই'য়ালার বক্তব্য

আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় 'আর রাদ্দু আলাল মুতায়াসসিব' গ্রন্থে ৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

وصنف القاضى ابو الحسن محمد القاضى ابى يعلى كتابا فيه بيان من يستحق اللعن- وذكر فيهم يزيد وقال الممتنع من ذلك اما ان يكون غير عالم بجواز ذلك اومنافقا يزيد ان يوهم بذلك-

অর্থ: কাজী আবুল হোসাইন মুহাম্মদ কাজী আবু ইয়ালা একটি কিতাব রচনা করেছেন। যাতে তিনি লা'নত পাবার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা বর্ণনা করেছেন। উক্ত তালিকায় এজিদের নামও উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি বলেন- এজিদের প্রতি লা'নত প্রদানে বাঁধা দানকারী ব্যক্তি হয়ত তিনি এ ব্যাপরটি

জানেন না। অথবা সে একজন মুনাফিক। তার উদ্দেশ্য জনমনে সন্দেহ তৈরির মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করা।

৯. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতির বক্তব্য

নবম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি আলাইহির রহমত 'তারিখুল খোলাফা' গ্রন্থে ১৬৫ পৃষ্ঠায় বলেন-

لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضًا.

অর্থ: ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে শহিদ করেছে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। সাথে সাথে ইবনে যিয়াদ ও ইয়াযিদের প্রতিও লা'নত।

১০. ইমাম তাফতাযানীর বক্তব্য

ইমাম সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী আলাইহির রহমত شرح العقائد النسفية গ্রন্থে ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

وانما اختلفوا فى يزيد بن معاوية حتى ذكر فى الخلاصة وغيرها انه لا ينبغى اللعن عليه ... وبعضهم اطلق اللعن عليه لما انه كفر حين امر بقتل الحسين رضى الله تعالى عنه

অর্থ: এজিদের নাম উল্লেখ করে লা'নত প্রদানের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এমনকি খোলাছা ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তার প্রতি লা'নত প্রদান করা উচিত নয়। আবার কেউ কেউ তার প্রতি লা'নত প্রদানকে জায়েয বলেছেন। কেননা সে যখন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছিল তখনই সে কাফির হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর ইমাম তাফতাযানী আলাইহির রহমত বলেন-

واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امربه او اجازه او رضي به– والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك واهانة اهل بيت النبى عليه السلام– مما تواتر معناه وان كان تفاصيله احادا– فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى ايمانه– لعن الله عليه وعلى انصاره واعوانه–

অর্থ: এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী এর নির্দেশদাতা এর প্রতি সম্মতি দানকারী এবং এতে যে খুশি হয়েছে তার প্রতি লা'নত প্রদান করা জায়েয। (অর্থাৎ নাম উল্লেখ না করে লা'নত প্রদান করা জায়েয)। আর এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে হক্ব বা সঠিক কথা হল– ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদতে এজিদের সম্মতি, এ ব্যাপারে তার খুশি হওয়া এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বাইতের প্রতি তার দুর্ব্যবহার এসব বিষয় এমন বহু রেওয়ায়েতের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যা, অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে। যদিও পৃথকভাবে এগুলো খবরে ওয়াহিদ।

অতএব আমরা তার ব্যাপারে চুপ তাকব না। এমনকি তার ঈমানের ব্যাপারেও চুপ থাকব না। আল্লাহর লা'নত তার প্রতি, তার সহযোগিদের প্রতি এবং তার সাহায্যকারীদের প্রতি। (শরহুল আকাইদে নাসাফী – ১২৪ পৃষ্ঠা)

১১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর বক্তব্য

কাজী আবু ই'য়ালা স্বীয় المعتمد فى الاصول গ্রন্থে ইমাম আহমদ আলাইহির রহমত এর ছেলে সালেহ বিন আহমদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

يقول صالح بن احمد بن حنبل– قلت لابى ان قوما ينسبونا الى تولى يزيد– فقال يا بنى– وهل يتولى يزيد احد يؤمن بالله؟ فقلت فلم لا تلعنه؟ فقال ومتى رأيتنى العن شيئا– ولم لايلعن من لعنه الله فى كتابه؟ فقلت واين لعن الله يزيد فى كتابه؟ فقرأ (فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم) فهل يكون فساد اعظم من القتل؟

অর্থ: সালেহ বিন আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রহমত বলেন– আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম– কোন কোন লোক আমাদেরকে এজিদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখার কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেন– হে আমার পুত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এমন কেউ কি কখনো এজিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারে? আমি বললাম– তাহলে আপনি তাকে লা'নত প্রদান করেন না কেন? তিনি বললেন– তুমি কি কখনো দেখেছ যে, আমি কাউকে লা'নত প্রদান করি? আর আল্লাহ যাকে কুরআনশরীফে লা'নত প্রদান করেছেন তাকে কেন লা'নত প্রদান করা হবে না?

আমি বললাম– আল্লাহতা'য়ালা কুরআনশরীফে কোথায় এজিদের প্রতি লা'নত প্রদান করেছেন? তখন তিনি সূরা মুহাম্মদের ২২ নং আয়াত পাঠ করলেন– যার অর্থ 'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত: তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ লা'নত প্রদান করেন। অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। অতএব হত্যাকাণ্ডের চেয়ে আরো বড় কোন ফাসাদ কি আছে?

(আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিব- পৃষ্ঠা ৪১, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা- ৫৯৬ পৃষ্ঠা, মাজমুয়া ফতোয়া- ৪১২ পৃষ্ঠা)

حدثنا مهنا بن يحيى قال سألت احمد عن يزيد بن معاوية فقال هو الذى فعل بالمدينة ما فعل- قلت وما فعل قال فهبها قلت فنذكر عنه الحديث؟ لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغى لاحد ان يكتب عنه حديثا-

অর্থ: মিহনা বিন ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন- আমি আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রহমতকে এজিদ বিন মুয়াবিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন- এজিদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মদিনাবাসীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। আমি বললাম সে মদিনাবাসীর সাথে কি করেছে? তিনি বললেন- সে মদিনাশরীফে সন্ত্রাস ও লুঠতরাজ করেছে। আমি বললাল আমরা কি তার থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করতে পারি? তিনি বললেন- না। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা কারো উচিতও নয়। (মাজমুয়া ফতোয়া, ইবনে তাইমিয়া- ৩/৪১২) (আর রাদ্দু আলাল মুতায়াসসিব ৪০ পৃষ্ঠা)

১২. উমর বিন আব্দুল আযিয এর বক্তব্য

উমর বিন আব্দুল আযিয রাদিয়াল্লাহু আনহু কে উমরে সানী বা দ্বিতীয় উমর বলা হয়। এজিদকে আমিরুল মোমিনীন বলায় তিনি এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি تاريخ الخلفاء গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

وقال نوفل بن ابى الفرات كنت عند عمربن عبد العزيز فذكر رجل يزيد فقال قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤمنين؟ وامربه فضرب عشرين سوطا-

অর্থঃ নওফেল বিন আবিল ফুরাত বর্ণনা করেন- একবার আমি উমর বিন আব্দুল আযিয রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দরবারে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি ঘটনাক্রমে এজিদ সম্বন্ধে বলল 'আমিরুল মোমিনীন এজিদ বিন মুয়াবিয়া' একথা বলেছেন। তখন উমর বিন আব্দুল আযিয বললেন- তুমি তাকে আমিরুল মোমিনীন বললে? অতঃপর তিনি লোকটাকে ২০টি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। (তারিখুল খোলাফা- ১৬৬, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ৫৯৫ পৃষ্ঠা)

১৩. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখাঁন এর বক্তব্য

চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযাখাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত 'ইরফানে শরীয়ত' নামক কিতাবে ইয়াযিদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এক দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেছেন। উক্ত কিতাবটি বাংলা সাবলিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বহু গন্থ প্রণেতা উস্তাযুল উলামা অধ্যক্ষ হাফিজ আব্দুল জলিল আলাইহির রহমত (আল্লাহপাক জান্নাতে উনার উচ্চ মাকাম দান করুন)। উক্ত অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নিম্নের বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো।

আ'লা হযরত বলেন-

یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنۃ- فاسق فاجر وجری علی الکبائر تہا اس قدر پر ائمہ اہل سنۃ کا اطباق واتفاق ہے- صرف اس کی

تکفیر ولعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے اتباع وموافقین اسے کافر کہتے ہیں۔ اور بہ تخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ آیۃ کریم سے اس پر سند لاتے ہیں ...

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে নাপাক ইয়াযিদ ছিল ফাসেক ও ফাজের এবং কবিরা গুনাহে গুনাহগার। এতটুকু পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের সমস্ত ইমামগণ একমত। শুধু মতপার্থক্য দেখা যায়, তাকে কাফের বলা ও অভিশাপ দেওয়া বা লা'নত দেয়ার ব্যাপারে। হানাফি ইমামগণের কোন মতামত এ ব্যাপারে উল্লেখ নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলাইহির রহমত এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারীগণ ইয়াযিদকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার নাম ধরে লা'নাতুল্লাহ বলেছেন। তাদের দলিল হচ্ছে কুরআন মজিদের একটি আয়াত–

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم–

অর্থাৎ 'এটাই কি তোমাদের উচিত যে, তোমরা রাজ্যের মালিক হয়ে আল্লাহর জমিনে অন্যায় ও ফাসাদ শুরু করে দিবে এবং আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিবে? এরাইতো সেই লোক– যাদের উপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেছেন, তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। (আল কুরআন)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়াযিদ ছিল স্বৈর-শাসক। সে বাদশাহ হয়েই আল্লাহর জমিনে ও দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। কারবালার ময়দানে নবীবংশের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর সে মক্কা মোয়াজ্জমা দখল করার লক্ষ্যে বায়তুল্লাহশরীফে

আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মদিনা মনোয়ারার মসজিদে নববীকে ৩ দিন পর্যন্ত ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে দিয়েছিল। ঘোড়ার পায়খানা ও পেশাবের দ্বারা মিম্বারশরীফকে অপবিত্র করেছিল। ৩ দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান দিতে ও নামায পড়তে দেয়া হয়নি। মদিনাবাসী সাতশত মহিলার শ্লীলতাহানী করা হয়েছিল। এতে তাঁরা গর্ভবতীও হয়েছিলেন। মক্কা ও মদিনার অসংখ্য সাহাবি এবং তাবেয়ীকে শহিদ করা হয়েছি।

কারবালায় ইয়াজিদ যে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়েছিল তা বর্ণনা করলে শরীর শিউরে উঠে। নবীজির কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং নবী বংশের অন্যান্যদেরকে কারবালায় তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য ও পানি বিহীন অবস্থায় নির্যাতন করেছিল সে। শাহাদতের পর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দেহের উপর ঘোড়া দাবড়িয়েছিল। শির মোবারক বর্শায় গেথে ইয়াযিদী সৈন্যরা পথে পথে উল্লাস করেছিলো। নবী বংশের পবিত্র নারীদেরকে বেহুরমতি ও বেপর্দা করে তার দরবারে হাযির করেছিলো। এর চেয়ে বে-রহমী ও বেহুরমতি আর কি হতে পারে? তাই কুরআন মজিদের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইয়াযিদ ও তার বাহিনী খোদার লা'নত পাওয়ার যোগ্য। এই জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলাইহির রহমত তাকে কাফের ও মালউন. বলে ফতোয়া দিয়েছিন।

আমাদের ইমামে আযম আবু হানিফা আলাইহির রহমত এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করে কুফুরি ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। কেননা, নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের বলতে হলে অকাট্য দলিল ও হাদিসে মোতাওয়াতির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি ইয়াযিদের কুফুরির ব্যাপারে এমন কোন অকাট্য দলিল ও হাদিসে মোতাওয়াতির পাওয়া যায় না। তাই তিনি কুফুরির ব্যাপারে সঙ্গত কারণে চুপ রয়েছেন। তবে তিনি তাকে ভালও বলেননি।

কেননা, কুফুরি ও কবিরা গোনাহ প্রমাণ করার জন্য অকাট্য দলিল প্রয়োজন। তাওবা করা না করার উপর পরকালের শাস্তি নির্ভরশীল। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

فسوف يلقون غيا الا من تاب–

অর্থাৎ 'তাদেরকে গাই নামক জাহান্নাম বা শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হযে- যদি তাওবা না করে মরে যায়।

মৃত্যুর গরগরা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। তাই কুফুরির সঠিক প্রমাণ না পেলে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফের না বলাই সতর্কতামূলক কাজ।

তাই বলে ইয়াযিদের কু-কর্ম ও প্রকাশ্য কবিরাগুলো অস্বীকার করা এবং মযলুম ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর দোষারোপ করা অবশ্যই আহলে সুন্নাতের মৌলিক আকিদার পরিপন্থী, গোমরাহী এবং বেদ্বীনি কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। যার অন্তরে নবী ও নবী বংশের মহব্বত রয়েছে– এমন লোকের পক্ষে ইমাম হুসাইনের উপর দোষারোপ করা ও ইয়াযিদকে সমর্থন করা কিছুতেই চিন্তা করা যায় না। (ইরফানে শরীয়ত– ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

১৪. শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভীর বক্তব্য

শায়খুল মোহাক্কিক আল্লমা আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমত কর্তৃক উর্দুভাষায় লিখিত 'তাকমিলুল ঈমান' নামক কিতাবে ইয়াযিদের হাশর সম্মন্ধে যে লম্বা বক্তব্য প্রদান করেছেন, সেই পূর্ণ বক্তব্যটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো। উক্ত কিতাবটি ১৯৮৪ ইংরেজি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মূল উর্দু কিতাবটিও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। নিম্নে বাংলা অনুবাদটি তুলে ধরা হলো। আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী বলেন–

'কোন কোন উলমায়ে কেরাম তো ইয়াযিদের ব্যাপারেও নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আর কেউ কেউ অতিরিক্ত ভক্তি দেখাতে যেয়ে তার শান এবং মর্যাদা বর্ণনা করতে বসে যান। তারা বলেন যে, যেহেতু ইয়াযিদ অধিকাংশের রায়ে আমীর নিযুক্ত হন এজন্য ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর তার অনুগত্য প্রদার্শন করা জরুরী ছিল।

نعوذ بالله من هذا القول ومن هذا الاعتقاد

ইয়াযিদ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থাকতে কিভাবে আমীর হতে পারে? মুসলমানদের উপর ইজমাও বা কি প্রকারে সম্ভব? অথচ সে সময়কার সাহাবয়ে কিরাম এবং তাঁদের সন্তানগণের ইয়াযিদের প্রতি অনস্থাভাব দেখিয়ে বসেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েকজন লোককে তাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও সিরিয়ায় ইয়াযিদের কাছে পাঠান হয়। তারা ইয়াযিদের খারাপ আমল দেখে মদীনা ফিরে আসেন এবং তারা এর পূর্বে যে বয়াত করেছিলেন তা ভেঙ্গে ফেলেন। তারা বলেন ইয়াযিদ আল্লাহর দুশমন, মদ্যাপায়ী, নামায তরককারী, ফাসিক ইত্যাদি।

একদল এরকমও আছে যাদের রায় এই যে, ইয়াদি হযরত হুসাইনকে কতল করার হুকুম দেননি। আর না তিনি শাহাদাতে হুসাইনের উপর রাযী ছিলেন। হযরত হুসাইন এবং আহলে বায়তের শাহাদতে তিনি কখনও আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হননি। আমাদের নিকট এ রায় বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা আহলে বায়তের সাথে ইয়াযিদের দুশমনী এবং অপদস্থির ঘটনাসমূহ এত বিখ্যাত যে, তা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এসব ঘটনা অবিশ্বাস করা মুশকিল।

এক জামাত বলে থাকেন যে, হুসাইনের কতল আসলে গুনাহে কবীরা। কেননা অন্যায়ভাবে মুমিনকে কতল করায় কবীরা গুনাহ হয়। কুফুরির মধ্যে পড়ে না কিন্তু লা'নত তো কাফিরদের

জন্য নির্দিষ্ট। এ ধরনের রায় পেশকারীদের জন্য শত আফসোস। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কবর থেকেও বেখবর। কেননা হযরত ফাতিমা এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির সাথে হিংসা করা, দুশমনী করা এবং তাদেরকে অপদস্থ করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে দুশমনীরই নামান্তর। এ হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ দল ইয়াযিদের কি ফায়সালা করবে? রসূলের অপদস্থ এবং দুশমনী কি কুফুরী এবং লা'নতের কারণ নয়? এ কথা কি জাহান্নামে পৌছানোর জন্য যথেষ্ট নয়? আয়াতে করীমায় লক্ষ্য করুন–

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا مهينا–

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ এবং রসূলকে কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই দুনিয়া এবং আখিরাতে লা'নতের যোগ্য এবং আল্লাহপাক তাদের জন্য ভীষণ আযাব তৈরী করে রেখেছেন।

কোন কোন লোকের খেয়াল এই যে, ইয়াযিদের মৃত্যু সম্পর্কে কোন খবর নেই যে, সে কুফুরীর পরে তাওবা করেছিল কিনা এবং শেষে তাওবাকারী হয়েছিল কিনা। ইমাম গাজ্জালী (আলাইহির রহমত) তাঁর কিতাবগ্রন্থ 'এহইয়াউল উলুম'এ এ খেয়ালই পেশ করেছেন। পূর্ববর্তী উলামা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে খ্যাতনামা মহাপুরুষগণের কেউ কেউ যাদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রয়েছেন, ইয়াযিদের উপর লা'নত করেছেন। ইবনে জাওযী যিনি শরীয়ত এবং সুন্নাতের হিফাযতে বড় শক্ত ছিলেন নিজের কিতাবে পূর্ববর্তী উলামাগণের ইয়াযিদের উপর লা'নতের কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম লা'নত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর কেউ কেউ এ ব্যাপারে নীরব রয়েছেন।

আমাদের রায় হিসেবে ইয়াযিদ জঘন্যতম মানুষ ছিল। এ বদবখতের মত এত অসৎ কাজ উম্মতের মধ্যে আর কেউ করেনি। শাহাদাতে হুসাইন এবং আহলে বায়তকে অপদস্থ করার পর ও হতভাগা মদীনা মুনাওয়ারার উপর সৈন্য চালনা করে এবং এ পবিত্র শহরের অসম্মানীর পর এ অধিবাসীদের রক্তে তার হাত রঞ্জিত করে। অবশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীনগণ এর তরবারীর শিকার হয়ে পড়েন। মদীনা পাককে ধ্বংশের পর এ বদবখত মক্কা মুয়াজ্জামা ধ্বংশের হুকুম দেয়। এর ফলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর শাহাদাতের জন্য সে দায়ী ছিল। এ অবস্থায় ইয়াযিদ দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। এরপর সে তাওবা করেছিল কিনা আল্লাহপাকই ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক আমাদের এবং সকল ঈমানদারদের অন্তরকে ইয়াযিদের মহব্বত এবং তার সাথীদেরকে ভালবাসা থেকে এবং ঐ সমস্ত লোকদের মহব্বত থেকে যারা আহলে বায়তকে যারা অসম্মানকারী এবং আহলে বায়তের হককে বরবাদ করেছে, তাদের উপর সঠিক বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত রাখেন এবং হিফাজত করেন। আল্লাহ পাক আমাদের এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে আহলে বায়ত এবং আহলে বায়তের মঙ্গলকামীদের মধ্যে রাখেন এবং দুনিয়া আখিরাতে আহলে বায়তের আদর্শের উপর কায়েম রাখেন। (তাকমীলুল ঈমান ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কতিপয় এজিদ প্রেমী সালাফিদের বক্তব্য ও জবাব

এ পর্যায়ে আমি কতিপয় এজিদ প্রেমী সালাফিদের কিছু বক্তব্য পাঠক খিদমতে তুলে ধরতে চাই। যাতে করে প্রমাণিত হয় যে তারা এজিদের প্রেমে আত্মহারা হয়ে মিথ্যা বানোয়াট বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য পেশ করে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে চাচ্ছে এবং আহলে বাইতসহ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু এর প্রতি মিথ্যা দোষারুপ করছে। অতঃপর আমি প্রয়োজন অনুসারে এর জবাব প্রদান করব ইংশাআল্লাহ।

১. আমান উল্লাহ সালাফির বক্তব্য

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য হক প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় নামেননি। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইমাম হোসাইন তিনটি প্রস্তাব দিলেন–

এক: আমাকে মদিনায় ফিরে যাবার সুযোগ দাও।

দুই: তা যদি না দাও তাহলে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় আমাকে চলে যাবার সুযোগ দাও।

তিন: তাও যদি আমাকে না দাও তাহলে এজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ আমাকে দাও।

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এজিদ বিন মুয়াবিয়া রাহিমাহুল্লাহুকে ভাল চোখে দেখতেন। এজিদ হলেন প্রখ্যাত তাবেয়ি। ইউরোপের কনষ্টিন্টপলের যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে তিনি সেখানে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যত বাণী, আল্লাহর নবী বলেছেন–

من اشترك فى غزوة قسطنتنية كلهم مغفور

অর্থ: যারা কনষ্টিন্টপলের যুদ্ধে অংশ নিবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত।

এজিদ বিন মুয়াবিয়া রাহিমাহুল্লাহ মুসলিম রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলিম সম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য তার বিশেষ অবদান ছিল এবং কনষ্টিন্টপলের যুদ্ধে বাপ-বেটা দুজনই সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন।

আল্লাহর কসম করে বলছি ঐ হতভাগা আলেম আর ঐ হতভাগা যালেম সে হাদিস পড়ে নাই, কুরআন পড়ে নাই, ইতিহাস জানে না। এজিদ বিন মুয়াবিয়াকে গালিগালাজ করছে ওয়াজের নামে। বিচারের কাঠগড়ায় তাদের অবস্থাতো খুব খারাপ হবেই। আর যে সমস্ত শ্রুতারা শুনবেন এই সমস্ত বাজে মিথ্যা গল্প, আর শুনে শুনে সেই গুলির উপর একিন করে এজিদ রাহিমাহুল্লাহকে কাফির ফতোয়া দিবেন এবং তাকে বেদ্বীন, যালেম অনেক কিছু বলবেন তাদের পরিণতি ও খুব খারাপ হবে। (ইউটুব থেকে সংগৃহীত)

আমানুল্লাহ সাহেবের বক্তব্যের জবাব

আমানুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ফোটে উঠে–

১. এজিদকে তিনি বারবার রাহিমুহুল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন।
২. ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এজিদকে ভাল মানুষ মনে করতেন এবং সে ছিল একজন প্রখ্যাত তাবেয়ি। ইসলামে তার অনেক অবদান রয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)
৩. এজিদকে যারা মন্দ বলেন তারা হতভাগা যালেম মুর্খ।
৪. কিয়ামতের দিন এ সমস্ত আলেম ও শ্রুতাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে।
৫. এজিদ মগফুর বা ক্ষমা প্রাপ্ত। কারণ সে কনষ্টিন্টপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

সম্মানিত পাঠক বর্গের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এ বিষয় গুলোর জবাব ইতোপূর্বে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েই গেছে। আপনারা দেখেছেন সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এজিদ ছিল ফাসিক, ফাজির, মদখোর, নেশাখোর। নাচ-গান বাজনা নিয়ে মত্ত থাকত। নামাযের ধারধারি ছিল না। কেউ কেউ তাকে কাফিরও বলেছেন। তাই এ বিষয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। তবে আমানুল্লাহ সাহেব যে হাদিসটা পেশ করেছেন তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

প্রসঙ্গত ঃ বলতে চাই তিনি যে হাদিসের ইবরাতটি বলেছেন তা তার বানানো কথা। তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা হাদিস রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন– নবীজী নাকি বলেছেন– যারাই কনষ্টিন্টপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারাই ক্ষমা প্রাপ্ত। অথচ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সর্বপ্রথম যে বাহিনী কায়সারের শহরে আক্রমণ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কুস্তনতুনিয়া শব্দটিও হাদিসের মধ্যে নেই। তাহলে আসুন মূল হাদিসটি দেখি, ইমাম বুখারি আলাইহির রহমত কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন–

وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ – رضي الله عنها – أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ

অর্থ: উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের প্রথম বাহিনী যারা কায়সারের শহরে প্রথম অভিযান করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। (বুখারিশরীফ হাদিস নং ২৯২৪)

উক্ত হাদিসে কায়সারের শহর বলতে কেউ কেউ কুস্তনতুনিয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু হাদিসে স্পষ্ট এসেছে প্রথম বাহিনীর কথা। কুস্তনতুনিয়ায় প্রথম অভিযান হয়েছিল ৩২ হিজরিতে। তখন এজিদ নাবালেগ শিশু। কারণ তার জন্ম হয়েছিল ২৫ অথবা ২৬ হিজরিতে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দেখুন হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা–

ثم دخلت سنة ستين وثلاثين– وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق مضيق القسطنتنية ومعه زوجته عاتكة–

অর্থ: অতঃপর ৩২ হিজরি শুরু হল– তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রোম দেশে অভিযান পরিচালনা করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কুস্তনতুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তখন তাঁর স্ত্রী আতিকাহও সাথে ছিলেন। (বেদায়া ১০/২৪৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে আসির ও আল্লামা তাবারী একই রকম বর্ণনা করেছেন। অতএব এজিদ উক্ত হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

২. আব্দুর রাজ্জাক সালাফির বক্তব্য

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার একটি বক্তব্যে বলেছেন– 'তার পরে খলিফা হলেন এজিদ। এজিদের যুগে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ শয়তানের পরামর্শে কারবালার মাঠে হোসাইনকে শহিদ করা হল সেটা মুয়াবিয়ার ছেলে এজিদ চাননি। (ইউটুব থেকে হুবহু সংগৃহীত)

সম্মানিত পাঠকদের খিদমতে বলতে চাই এ বক্তব্যের জবাবও আলোচনা হয়ে গেছে। এগুলো শুধুমাত্র এজিদের প্রেমে মত্ত হয়ে মায়াকান্না ছাড়া কিছুই নয়।

৩. মুযাফফর বিন মুহসিনের বক্তব্য

'কুফার গভর্ণরকে বহিস্কার করে কুফা এবং বসরা উভয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হলেন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। হওয়ার পরে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আটকে দিলেন যে তোমাকে যেতে দেয়া হবে না বাগদাদে। কেন? উনি তিনটা শর্ত দিলেন– দেখ তোমরা যদি আমাকে না যেতে দেও তাহলে আমি তিনটা শর্ত করছি। এক নম্বর শর্ত: তোমরা আমাকে মদিনায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দাও। যদি না পার তাহলে আমাকে যে কোন উপকুলবর্তী অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ দাও। তৃতীয় কথা বললেন– অথবা সুযোগ দাও আমি এজিদের হাতে গিয়ে বাইআত করব। খলিফা হিসেবে স্বীকার করব।

এই দুষ্ট গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তিনটা প্রস্তাবের কোনটাতেই সমর্থ হননি। বরং বলল না তুমি আমার কাছে বাইআত কর। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আপসহীন ব্যক্তি। তিনি বললেন– অসম্ভব। তোমার হাতে বাইআত করব মানে? তখনই হত্যা কাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা কিন্তু এজিদ জানতেন না। যখন তিনি নিহত হলেন তার পুরো পরিবারটাকে আশ্রয় দিলেন কে? এজিদ। এই ঘটনা কেউ জানে? যদি এজিদ তাকে মারবেনই তাহলে আশ্রয় দিবেন কেন? এবং তিনি কাঁদতেন মৃত্যু পর্যন্ত। আমি যখন খলিফা আমার হাতে হোসাইন বাইআত করতে চেয়েছিল। মরদুদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও সীমার তাকে হত্যা করেছে। এই জবাব আল্লাহর কাছে কি দিব। অথচ অভিযোগ করার কথা ছিল ইবনে যিয়াদকে ওটা হয়ে গেছে কি? এজিদ। (ইউটুব থেকে সংগৃহীত)

পর্যালোচনা

মুযাফফর সাহেবের বক্তব্যের সারাংশ হল নিম্নরূপ–

১. উবায়দুল্লাহ এজিদের অনুমতি ব্যতিরেখেই কুফা ও বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হয়।
২. ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন– আমাকে সুযোগ দাও আমি এজিদের কাছে গিয়ে বাইআত গ্রহন করে তাকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করব। (নাউজুবিল্লাহ)
৩. উবায়দুল্লাহ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করে যা ইয়াযিদ জানতো না।
৪. এজিদ মৃত্যু পর্যন্ত কেঁদে ছিল আর ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাতে বাইআত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু উবায়দুল্লাহর জন্য পারলেন না।

সম্মানিত পাঠকবর্গ, মানুষ যখন কারো প্রেমে অন্ধ হয়ে যায় তখন সে বেহায়া হয়ে যায়। নিজ প্রেমিককে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ঠিক এমনিভাবে এজিদের প্রেমে আত্মহারা হয়ে মুযাফফর সাহেব মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রথমতঃ উবায়দুল্লাহ কিভাবে মুনিবের অনুমতি ব্যতিরেখে কুফার গভর্ণরকে বহিস্কার করে নিজে কুফা ও বসরার খলিফা নিযুক্ত হয়ে গেল? তাহলে এজিদ তাকে শাস্তি দিল না কেন?

দ্বিতীয়তঃ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নাকি বলেছিলেন আমি এজিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে চাই। (নাউজুবিল্লাহ)

হায়! হায়! এত জঘন্য মিথ্যা কথা বলতে তোমার কলিজাটা একবারও কাপল না। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সন্তান। তিনি কিভাবে মৃত্যুর ভয়ে পাপিষ্ট এজিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে তিনি মদিনাশরীফ ছেড়ে মক্কায়, অতঃপর কুফায় গেলেন কেন?

দেখুন ইমাম তাবারী ও হাফিজ ইবনে কাছিরের বর্ণনা–

وقد روى ابو مخنف حدثنى عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن سمعان قال لقد صحبت الحسين من مكة الى حين قتل والله ما من كلمة قالها فى موطن الا وقد سمعتها- وانه لم يسأل ان يذهب الى يزيد فيضع يده فى يده-

অর্থ: আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন জুন্দুব। তিনি বর্ণনা করেছেন উকবা বিন সামআন থেকে তিনি বলেন- আমি মক্কাশরীফ থেকে নিয়ে শহীদ হওয়া পর্যন্ত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে ছিলাম। আল্লাহর কসম, তিনি যে সমস্ত কথা বার্তা বলেছেন সবই আমি শুনেছি। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ প্রার্থনা করেননি যে তিনি এজিদের কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করবেন। (তাবারী ৫/৪১৪ পৃষ্ঠা, (বেদায়া- ৫২৮ পৃষ্ঠা)

অতঃপর মুযাফফর সাহেব যে প্রতরণা করলেন তা হাস্যকর। উবায়দুল্লাহ যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে শহিদ করেছে এজিদ নাকি তা জানতই না। মৃত্যু পর্যন্ত নাকি এজিদ এই দুঃখে কেঁদেছিল। হায়রে ভণ্ডামী। এর চেয়ে বেহায়ামী আর কি হতে পারে? ইতোপূর্বে দীর্ঘ আলোচনা করে প্রমাণ করেছি এজিদই কারবালার হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক। এজিদ যদি নাই জানত তাহলে এ ঘটনার সাথে জড়িতদেরকে শাস্তি দিল না কেন? উবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দিল না কেন? বরং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শির মোবারক তার দরবারে প্রেরণ করা হলে সে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে এবং কবিতা আবৃত্তি করেছে।

দেখুন এব্যাপারেও তাদের মুরুব্বি ইবনে তাইমিয়ার বর্ণনা-

وروى ان يزيد لعن ابن زياد على قتله لكنه مع هذا لم يظهر منه انكار قتله والانتصار له- والاخذ بثأره كان هوا الواجب

عليه- فصار اهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا الى امور اخرى-

অর্থ: বর্ণিত আছে যে, এজিদ ইবনে যিয়াদকে হত্যাকাণ্ডের জন্য লা'নত দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করা ও ইবনে যিয়াদকে সাহায্য করার ব্যাপারে এজিদের পক্ষ থেকে অস্বীকার প্রমাণিত হয় না। বরং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা তার উপর আবশ্যক ছিল। এজন্য আহলে হক উলামাগণ অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে ওয়াজিব তরক করার জন্য এজিদকে দোষারুপ করে থাকেন। (মাজমুয়া ফতোয়া- ৩/৪১১)

৪. আকরামুজ্জামান সালাফির বক্তব্য

'উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিষয়গুলো তদন্ত করে কিভাবে কি হল, কিভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটল, এগুলো তদন্ত করার পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এজিদ বিন মুয়াবিয়া। হুকুমের আসামী হিসেবে এবং তার নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়েছিল তাই। (ইউটুব থেকে সংগৃহীত)

পর্যালোচনা

সম্মানিত পাঠক বর্গ- কি আর বলব? এই শেখতো পূর্ববর্তী সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। এজিদ নাকি উবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল? (নাউজুবিল্লাহ) ডাহা মিথ্যা। হায়রে প্রেম, হায়রে ভালবাসা। নিজের প্রেমিককে বাঁচাতে গিয়ে এত জঘন্য মিথ্যাচার।

অথচ এজিদের অকাল মৃত্যু হয়েছে ৬৪ হিজরিতে কাবাশরীফে হামলা চলা অবস্থায়। যা আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আর উবায়দুল্লাহর মৃত্যু হয়েছে ৬৭ হিজরিতে। তাহলে

এজিদ কিভাবে উবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দিল? ইহা গাঁজাখোরি গল্প বৈ কিছুই নয়।

দেখুন ইবনে কাছিরের বর্ণনা–

ثم دخلت سنة سبع وستين– ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدى ابراهيم بن الاشتر– النخعى

ويقول ابن الاشتر هذا قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد فعل فى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله فرعون فى بنى اسرائيل–

অর্থ: অতঃপর ৬৭ হিজরি শুরু হল। এ বছরে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যা করে ইব্রাহিম বিন আস্তার আন নাখয়ী। তখন ইবনুল আস্তার বললেন– এই হচ্ছে সে ব্যক্তি যে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ের পুত্রকে শহিদ করেছে। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ের পুত্রের সাথে এমন ব্যবহার করেছে যা বনী ইসরাঈলের লোকের সাথে ফিরাউন ও করেনি। (বেদায়া– ১২/৪৫)

কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর এজিদ বরং উবায়দুল্লাকে পুরস্কৃত করেছিল। এবং পরবর্তীতে মক্কাশরীফে হামলার জন্য উবায়দুল্লাহকেই নির্দেশ প্রদান করেছিল। কিন্তু উবায়দুল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করে। দেখুন ইবনে কাছিরের বর্ণনা–

وقد كان يزيد كتب الى عبيد الله بن زياد ان يسير الى ابن الزبير فيحاصره بمكة فابى عليه وقال والله لا اجمعهما للفاسق ابدا– اقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واغزوا البيت الحرام–

অর্থ এজিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি পত্র লিখল সে যেন ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাকড়াও করার জন্য মক্কাশরীফে হামলা করে। তখন উবায়দুল্লাহ তা অস্বীকার করল এবং বলল– আল্লাহর কসম– কোন ফাসিকের জন্য আমি এমন দুটি কাজ একত্রে করতে পারব না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ের ছেলেকে হত্যা করেছি এখন আবার বাইতুল হারামে হামলা করব। (বেদায়া ১১/৬১৭ পৃষ্ঠা)

শেষকথা

পরিশেষে বলতে চাই এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, এজিদই ছিল কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মূল নায়ক। তার হুকুমেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সেই পবিত্র মস্তক মোবারকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে উল্লাস করেছে। তার হুকুমেই মদিনাশরীফে সন্ত্রাস হয়েছে। তার নির্দেশেই কাবাশরীফে হামলা হয়েছে। অথচ আজকে এ সমস্ত শেখেরা স্বীয় প্রেমিককে ভাল মানুষ সাজাতে গিয়ে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। রচিত করছে জাল হাদিস। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এ সমস্ত এজিদ প্রেমিদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেন এবং আহলে বাইতের মহব্বত দ্বারা আমাদের অন্তরকে ভরপুর করেন। আমিন।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম।
২. বুখারিশরীফ। ইমাম বুখারি– ওফাত, ২৫৬ হিজরি।
৩. মুসলিমশরীফ। ইমাম মুসলিম– ওফাত, ২৬১ হিজরি।
৪. তিরমিজিশরীফ। ওফাত, ২৭৯ হিজরি।
৫. মিশকাতুল মাসাবীহ। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতিব।
৬. كتاب الطبقات الكبير মুহাম্মদ বিন সা'দ আয যুহরি। ওফাত ২৩০ হিজরি।
৭. مسند الامام احمد আহমদ বিন হাম্বল। ২৪১ হিজরি।
৮. মুসনাদে দারেমি। হাফিজ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ দারেমি, ১৮১-২৫৫ হিজরি।
৯. تاريخ الطبرى আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত তাবারী। ওফাত ৩১০ হিজরি।
১০. كتاب الملحن আবু আরব মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন তামিম আত তাইমী। ৩৩৩ হিজরি।
১১. المعجم الكبير হাফিজ আবিল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত তাবরানী, ২৬০-৩৬০ হিজরি।
১২. المستدرك على الصحيحين ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল হাকিম। ওফাত, ৪০৫ হিজরি।
১৩. الرد على المتعصب ইমাম আবুল ফারজ আব্দুর রহমান ইবনুল জুযি। ওফাত, ৫৯৭ হিজরি।
১৪. الكامل فى التاريخ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল আসির। ৬৩০ হিজরি।

১৫. تذكرة الخواص আল্লামা সিবত ইবনুল জুযি। ওফাত ৬৫৪ হিজরি।
১৬. التذكرة মুহাম্মদ বিন আহমদ শামসুদ্দিন আল কুরতুবি। ৬৭১ হিজরি।
১৭. وفيات الاعيان শামসুদ্দিন আহমদ ইবনে খাল্লিকান। ওফাত ৬৮১ হিজরি।
১৮. منهاج السنة তকিউদ্দিন আহমদ ইবনে তাইমিয়া। ওফাত ৭২৮ হিজরি।
১৯. مجموعة الفتاوى তকিউদ্দিন আহমদ ইবনে তাইমিয়া। ওফাত ৭২৮ হিজরি।
২০. ميزان الاعتدال হাফিজ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আয যাহাবি। ৭৪৮ হিজরি।
২১. تاريخ الاسلام হাফিজ শামসুদ্দিন যাহাবি। ৭৪৮ হিজরি।
২২. البداية والنهاية আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছির। ওফাত, ৭৬৮ হিজরি।
২৩. شرح العقائد النسفية সাদউদ্দিন তাফতাযানী। ৭৯২ হিজরি।
২৪. مجمع الزوائد নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বাকার আল হায়সামী। ৮০৭ হিজরি।
২৫. فتح البارى আহমদ বিন আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী। ওফাত, ৮৫২।
২৬. عمدة القارى আহমদ বিন মুসা বদরুদ্দিন আইনী আল হানাফী। ৮৫৫ হিজরি।
২৭. كتاب المسامرة فى شرح المسايرة কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনু আবি শরিফ আল মাকদাসী।

২৮. تاريخ الخلفاء ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি। ৯১১ হিজরি।

২৯. الصواعق المحرقة শিহাবউদ্দিন আহমদ বিন হাজার আল মক্কী আল হায়তামী, ৯৭৪ হিজরি।

৩০. তাফসিরে রুহুল মায়ানী। সৈয়দ মাহমুদ আলুসি বাগদাদী, ওফাত, ১২৭০ হিজরি।

৩১. تنبيه القارى لتقوية ماضعفه الالبانى আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আদ দোয়াইশ। ১৪০৮ হিজরি।

স মা প্ত

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

জাগরণ প্রকাশনীর অনন্য পুস্তিকাসমূহ সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

* আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়
* আহলে ছুন্নত বনাম আহলে বিদ্‌আত
* তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকআত
* কোরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে হাযির ও নাযির
  - শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী
* কোরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল - ফিরকা
  - কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফি
* মুনাজাতের দলিল - আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)
  - অনুবাদ : সৈয়দ হাছান মুরাদ কাদেরী
* মাসালিকুল হুনাফা ফি ওয়ালিদাইল মোস্তফা (দ.)
  - মূল : জালাল উদ্দিন সূয়ুতি (রহ.) অনুবাদ- মুফতি মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দিন
* বিষয় ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস সংকলন
  - মাওলানা ইকবাল হোসাইন আলকাদেরী
* খোতবায়ে রজভীয়া (বাংলা ও উর্দ্দূ সংকলন)
* হাদায়েকে বকশিশ (উর্দূ নাত সংকলন)
  - আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.)
* ইসলামী সংগীত - কবি কাজী নজরুল ইসলাম
* সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব
* নির্বাচন ও আপনার জবাবদিহিতা
  - মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
* ফাতিহা কি ও কেন? - আল্লামা আহছানুল কাদেরী (ভারত)
  - অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন
* নেতৃত্বের সহজ পদ্ধতি? - আবুল হোছাইন আল বশির
* সেনা সংগীত - বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা
* মদিনার জলওয়া - সৈয়দ হাসান মুরাদ
* অনুরাগ - মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী
* রাসুল (দ.)'র অবমাননাকারীদের শরয়ী-সাজা
  - মাওলানা আবদুল আলিম রেজভী
* রোজা যাকাত ও শবে বরাতের গুরুত্ব
  - আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা ভিত্তিক যাবতীয় গ্রন্থাবলীর পাইকারী ও খুচরা পরিবেশক **

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম'র রচনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বইসমূহ

* নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ সংকলন 'প্রবন্ধ কোষ'
* স্বরচিত হামদ-নাত ও ইসলামী সংগীত- 'সংগীত সমাহার'
* ছোটদের পথচলা
* নবীর পথে জীবন গড়ি
* অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয়
* সুন্নীয়তের পথে
* কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়?
* ছোটদের তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ)
* সুন্নীদের বন্ধু কারা?
* লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর
* দাপ্তরিক শৃংখলা রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
* ইসলামী গজল সম্ভার
* ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ
* প্রাণ স্পন্দন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* মদিনার স্পৃহা (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* সোনার খনি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* মদিনার গুঞ্জন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* আলোকন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* উদ্দীপন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
* যিকরে মোস্তফা (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মদিনার কলতান (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মদিনার ছন্দ (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* মাদানী গীত (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
* নাস্তিক ব্লগার বনাম হেফাজত
* তরুণ প্রজন্মকে বলছি

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

* গুলশানে শরীয়ত
* ১০০ জন সুন্নী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাতকার
* ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এ্যালবাম
* ইসলামী আন্দোলন দাওয়াত ও কর্মী সংগ্রহ পদ্ধতি
* ছোটদের আ'লা হযরত (রহ.)
* ছোটদের ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)
* যুগে যুগে নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও করণীয়

প্রকাশনায়

জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম

১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা

মোবাইল : ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬